বাংলা ওয়ার্ক বুক

নবম শ্রেণি

সাহিত্য মালঞ্চ-১

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

© এস সি ই আর টি ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নবম শ্রেণির বাংলা ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি রচনা ও পরিমার্জনায় ঃ

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা।
শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা।
শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক।

নবম শ্রেণির বাংলা

সূচিপত্র

একক : ১ - কবিতা

ক। লব কুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন— (রামায়ণের 'উত্তর কান্ড) — কৃত্তিবাস ওঝা ৭

খ। বঙ্গমাতা (চৈতালি) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪

গ। ঝিঙে ফুল (ঝিঙে ফুল) — কাজী নজরুল ইসলাম ২১

ঘ। ছাড়পত্র (ছাড়পত্র) — সুকান্ত ভট্টাচার্য ২৫

একক : ২ - গদ্য

ক। প্রফুল্ল (দেবী চৌধুরানী) – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০

খ। ছুটির দেশ (ছেলেবেলা) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫

গ। অচেনার আনন্দ (পথের পাঁচালী) — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১

ঘ। আদিবাসী ত্রিপুরি সমাজের পূজা উৎসব — বিজয়কুমার দেববর্মন ৪৭

একক : ৩ - ছোটোগল্প

ক। ইচ্ছাপূরণ (গল্পগুচ্ছ) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৩

খ। অভাগীর স্বর্গ (শরৎ সমগ্র) — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৯

একক : ৪ - বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

(ক) সন্ধি— সন্ধির প্রকারভেদ, স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধি, খাঁটি বাংলা সন্ধি, নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ৬৫

(খ) সমাস— সমাসের প্রকারভেদ, তৎপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, দ্বন্দ্ব সমাস, বহুব্রীহি সমাস, দ্বিগুসমাস, নিত্যসমাস, অব্যয়ীভাব সমাস। ৬৭

(গ) উপসর্গ ও অনুসর্গ— সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ, বিদেশি উপসর্গ, অনুসর্গের প্রকারভেদ, উপসর্গ ও অনুসর্গ, বিভক্তি ও অনুসর্গ। ৬৯

(ঘ) উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুসারে ধ্বনির বর্গীকরণ : ধ্বনি ও বর্ণ, স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ, বর্ণ ও অক্ষর, বর্ণমালা, বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ, জিহ্বার অবস্থান ও স্বরধ্বনি, বিভিন্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ, বিশেষ কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ৭১

(ঙ) কারক ও বিভক্তি ঃ কারকের ক্ষেত্রে কর্তার, কর্ম, করণ, নিমিত্ত, অপাদান ও অধিকরণ কারক এবং অ-কারক পদের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা, সম্প্রদান কারক বর্জনীয়। ৭৭

(চ) একপদীকরণ : (নির্বাচিত ৮০টি, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া আছে) ৭৯

নির্মিতি অংশ ঃ প্রবন্ধ ৮১

ভাবসম্প্রসারণ ৮৩

চিঠিপত্র ৮৫

নমুনা প্রশ্ন ঃ ৯১

একক : ১ পদ্য

লব কুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন

কবি- কৃত্তিবাস ওঝা

কবি পরিচিতি :

মধ্যযুগে বাংলা রামায়ণ অনুবাদের আদি এবং কালজয়ী কবি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। তাঁর রচিত মহাকাব্যটির নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি' বা 'রামায়ণ পাঁচালী'। আদি কবি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, কৃত্তিবাস রামায়ণের ভাবানুবাদ করেছেন। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণটি শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে রচিত।

কৃত্তিবাসের কাব্যে যে আত্মবিবরণী আছে তার থেকে কবির জীবনী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। পঞ্চদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস ওঝা পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম বনমালী ওঝা এবং মাতার নাম মালিনী। কবির পূর্বপুরুষ প্রপিতামহ ছিলেন নরসিংহ ওঝা এবং পিতামহ ছিলেন মুরারি ওঝা। কৃত্তিবাস আত্মবিবরণীর একটি শ্লোকে নিজের জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন - " আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাস।

তথি মধ্যে জন্ম লহিলাম কৃত্তিবাস।।"

এ থেকে জানা যায় মাঘ মাস, রবিবার শ্রীপঞ্চমীর পূণ্য দিনে কবির জন্মের দিনের উল্লেখ থাকলে ও কিন্তু জন্মের তারিখ বা সনের উল্লেখ নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হয়েছেন।

বারো বছর বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য তিনি উত্তরদেশে যান। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি জনৈক হিন্দুরাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় সাতকাণ্ডে 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন। কৃত্তিবাস করুণরস ও ভক্তি রসের সংমিশ্রণ করে রামায়ণ কাহিনির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালীর পারিবারিক জীবনচর্যাকে মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করেছেন। শত শত বছর ধরে এই গ্রন্থটি বাঙালীর আধ্যাত্মভাবনা ও কাব্য পিপাসা তৃপ্ত করেছে, যার ফলে সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে কৃত্তিবাস চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

পাঠ্যাংশের উৎস: 'লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন' কবিতাটি কবি কৃত্তিবাস ওঝার রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালি' বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'উত্তরকান্ড' থেকে নেওয়া হয়েছে।

সারমর্ম:

অযোধ্যার সূর্য বংশের রাজা দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র মহাসমারোহে ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ শুরু করেন। খুব পরিপাটি সহকারে তিনি আতপ তন্ডুলে কোটি কোটি হোম করেন এবং ব্রাহ্মণদের হাতে লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র দান করেন। এই যজ্ঞের চারিদিকে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রমুখ, দেবতারা। যখন যজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত, সেই প্রাক্ মুহূর্তে দৈবচক্রে যজ্ঞাশ্বটি দক্ষিণ দিকে পালিয়ে উপস্থিত হয় বাল্মীকি মুনির তপোবনে। সর্বজ্ঞমুনি বাল্মীকি আগে থেকেই এই বিষয়ে অবগত ছিলেন। তাই তিনি লবকুশ দুইভাইকে তপোবন আশ্রম রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বারোশো শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে চিরকূট পর্বতে তপস্যা করতে চলে যান।

বাল্মীকি মুনির অনুপস্থিতিতে লবকুশ দুইভাই বৃক্ষতলে বসে খেলাচ্ছলে ধনুর্বাণ নিক্ষেপ করছিল সেই সময় তাদের সামনে জয়পত্র সহ যজ্ঞের ঘোড়া এসে পৌঁছায়। ঘোড়ার কপালে হেমপত্রে লেখা ছিল, সূর্যবংশের রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র এই যজ্ঞ করেছেন। তিনি আর তিন ভাই ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে অযোধ্যার রাজ পাঠ করেছেন। তাঁদের পিতা রাজা দশরথ সত্য পালনের পর স্বর্গবাসে গিয়েছেন। এই অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে আছে শত্রুঘ্ন এবং দুই অক্ষৌহিনী সৈন্য। এই জয়পত্র পড়ে দুই ভাই রাগে জ্বলে ওঠে যজ্ঞাশ্বটিকে বৃক্ষমূলে বেঁধে ফেলে আর অশ্বের সঙ্গে থাকা সৈন্যরা কিছুই করতে পারলো না। তারপর দুই ভাই কুটিরে ফিরে মায়ের কাছে মিষ্টান্নাদি ভোজন করে।

শব্দার্থ:

লবকুশ	-	রামায়ণে উল্লিখিত শ্রীরামচন্দ্র ও দেবী সীতার পুত্রদ্বয়।
যজ্ঞাশ্ব	-	যজ্ঞের অশ্ব।
বন্ধন	-	বাঁধন।
ত্রৈলোক্য	-	স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল - তিন ভুবনের সমষ্টি।
তন্ডুল	-	চাল
হোম	-	যজ্ঞ করার সময় ঘৃত আহূতি দেওয়া।
তুরগ	-	ঘোড়া, অশ্ব।
নির্বন্ধ	-	বিধির নিয়ম।
করপুটে	-	দুই হাত জোড় করে।
বাদ বিসম্বাদ	-	ঝগড়া ঝাঁটি।
হেমপত্র	-	স্বর্ণপত্র
ভ্রমে	-	ভ্রমণ করে।
বাণ	-	শর।
তূণ	-	শরাধার।
অক্ষৌহিনী	-	চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী।
কোপে	-	রাগে।

পদ পরিবর্তন করো:

যজ্ঞ- যজ্ঞীয়

বিজয় —	পর্বত —	তপস্যা—
স্বর্গ —	বিলম্ব—	দেশ—
সন্ধান—	বংশ—	ভোজন—

কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো:

১। আতপ তন্ডুলে হোম করে কোটি কোটি।

উ:- তন্ডুলে - করণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

২। দৈবের নির্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে।

উ:-

৩। তপোবন রক্ষা করো ভাই দুইজন।

উ:-

৪। তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ।

উ:-

৫। দুইভাই খেলাখেলি বেড়া দন্ড করে।;

উ:-

৬। মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে।

উ:-

৭। এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।

উ:-

৮। অশ্ব মেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন।

উ:-

৯। সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘ্ন।

উ:-

১০। মিষ্ট অন্ন আদি দোঁহে করিল ভোজন।

উ:-

ভাষারীতির পরিবর্তণ করো:

১। তুরগ পবন বেগে করিল প্রয়ান। (চলিত রীতিতে)

উ:- ঘোড়া বায়ু বেগে পালিয়ে গেল।

২। শিষ্যগণসহ মুনি গেল চিত্রকূটে। (সাধু রীতিতে)

উ:-

৩। তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৪। ঘোড়া বান্ধি মার কাছে গেল দুইজন। (সাধু রীতিতে)

উ:-

৫। তিন সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাস। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৬। জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে। (সাধু রীতিতে)

উ:-

৭। অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৮। হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৯। ঘোড়া দেখি হরষিত হৈল দুইজন। (চলিত রীতিতে)

উ:-

১০। মিষ্টে অন্ন আদি দোঁহে করিল ভোজন। (চলিত রীতিতে)

উ:-

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো (√) : মান-১

১। কৃত্তিবাস ওঝার রচিত রামায়ণের নাম হল-

ক) রামায়ণ কাহিনী খ) শ্রীরাম পাঁচালি

গ) শ্রীরাম কথা ঘ) শ্রীরামচরিত মানস

উত্তর ঃ খ) 'শ্রীরাম পাঁচালি'।

২। ‘লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন’ ‘শ্রীরাম পাঁচালির’ কোন্ কান্ডের অন্তর্গত?

ক) অযোধ্যাকান্ড খ) অরণ্যকান্ড

গ) লঙ্কাকান্ড ঘ) উত্তরকান্ড

৩। ‘আতপ তন্ডুল’ - ‘তন্ডুল’ বলতে কী বোঝ?

ক) চাল খ) গম

গ) যব ঘ) ডাল

৪। ‘তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ’- বক্তা কে?

ক) লব খ) বাল্মীকি মুনি

গ) কুশ ঘ) রামচন্দ্র

৫। দশরথের কতজন পুত্র ছিল?

ক) তিন খ) দুই

গ) চার ঘ) পাঁচ

৬) রামচন্দ্র কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) সূর্যবংশ খ) চন্দ্রবংশ

গ) মৌর্যবংশ ঘ) পান্ডব বংশ

৭) অশ্বমেধ যজ্ঞ কে করেছিলেন?

ক) দশরথ খ) রামচন্দ্র

গ) ভরত ঘ) লক্ষণ

৮) ‘তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গ বাসে’- তিনি কে?

ক) রামচন্দ্র খ) বাল্মীকি

গ) দশরথ ঘ) ভরত

৯) ‘সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে’- ঘোড়াটিকে কারা বেঁধেছিল?

ক) রাম ও লক্ষণ খ) লব ও কুশ

গ) বাল্মীকি ও শিষ্যগণ ঘ) ভরত ও শত্রুঘ্ন

১০) ‘ঘোড়া রাখি মার কাছে গেল দুইজন’- এখানে ‘মা’ কে?

ক) কৈকেয়ী খ) কৌশল্যা

গ) সীতা ঘ) সুমিত্রা

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো: মান-১

১) 'লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন' কবিতাটির রচয়িতা কে?

উ:- 'লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন' কবিতাটির রচয়িতা হলেন মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস ওঝা।

২) 'লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ:-

৩) 'ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ বড়ো পরি পাটি'- এই যজ্ঞানুষ্ঠানের শিরোমণি কে?

উ:-

৪) কী দিয়ে হোম হচ্ছিল?

উ:-

৫) দৈবের নির্বন্ধ ঘোড়া কোন্ দিকে গিয়েছিল?

উ:-

৬) 'তপোবন রক্ষা করো ভাই দুই জন'- কার উক্তি?

উ:-

৭) বাল্মীকি মুনি কত জন শিষ্য নিয়ে কোথায় যান?

উ:-

৮) 'ঘোড়া দেখি হরষিত হৈল দুইজন'- এখানে কোন্ দুইজনের কথা বলা হয়েছে?

উ:-

৯) 'তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে'- 'তিনি' কে?

উ:-

১০) দুইভাই যজ্ঞের ঘোড়া কোথায় বেঁধে রেখেছিল?

উ:-

রচনাধর্মী প্রশ্ন: (মান-৫)

১) 'ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ বড়ো পরিপাটি'

অ) কে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন?

আ) 'ত্রৈলোক্য' কথার অর্থ কি?

ই) যজ্ঞের বর্ণনা দাও। (১+১+৩ = ৫)

উ:- অ. 'লবকুশের যজ্ঞাশ বন্ধন' কবিতায় অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

আ. 'ত্রৈলোক্য' কথাটির অর্থ হল ত্রিলোক অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনকে বোঝায়।

ই. অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতি হওয়ার বাসনায় এক বিশাল 'ত্রৈলোক্য বিজয়' যজ্ঞের আয়োজন করেন। নির্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহে ও খুব পরিপাটি সহকারে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। কোটি কোটি আতপ তন্ডুলে হোমের মধ্য দিয়ে এই যজ্ঞের সূচনা করা হয়। এই যজ্ঞ উপলক্ষে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র দান করা হয়। যজ্ঞের চার পাশে উপস্থিত ছিলেন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র, মৃত্যুর দেবতা যম এবং বরুণ দেবতা। কিন্তু যজ্ঞ সমাপনের প্রাক্ মুহূর্তে দৈব নিবন্ধানুসারে অশ্বমেধ ঘোড়াটি ঝড়ের বেগে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলে, ফলে যজ্ঞের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

২) 'প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে'

অ) কোন্ রচনার অন্তর্গত? আ) এখানে কোন্ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে? ই) যজ্ঞ সমাপনের সময় কি ঘটেছিল তার উল্লেখ করো।

(১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

৩) 'প্রণাম করিল দুই ভাই করপুটে'

অ) দুই ভাই কে কে? আ) তারা কাকে প্রণাম করল? ই) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

৪) 'জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে'

অ) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? আ) এখানে কোন্ দুইভাইয়ের কথা বলা হয়েছে? ই) তাদের এরুপ আচরণের কারণ লেখো।

(১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

৫) 'তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাস'

অ) তিনি কে? আ) তাঁর পুত্রদের নাম লেখো? ই) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

একক : ১ পদ্য

'বঙ্গমাতা'

কবি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি:

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাঙালির চিরন্তন গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫ শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাদেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা লাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে উঠেন।

ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি 'বনফুল', 'কবি কাহিনী' এবং 'ভানুসিং ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিক্রমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সীমা থেকে অসীমে এবং আত্মা থেকে পরমাত্মার মিলনই রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ বিশ্বভাবনায় সদা বিচরণকারী বলে তিনি 'বিশ্বকবি'। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হল - 'প্রভাতসংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা, চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'পূরবী', 'পুনশ্চ', 'প্রান্তিক', 'আরোগ্য', 'নবজাতক', 'শেষলেখা' প্রভৃতি।

তিনখন্ডে 'গল্পগুচ্ছ' তাঁর ছোটগল্পের সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী নাটকগুলো হল - 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি। অসংখ্য গান রচনা করেন বাংলা সংগীত জগতে অমৃতবৎ। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতী রূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি।

আসলে তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, সংগীতকার, চিত্রশিল্পী তেমনি অন্যদিকে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ। তাঁর তরঙ্গ সমুদ্র বিস্তৃত সাহিত্যরাশি বাংলা সাহিত্যকে পল্লবিত করে যৌবনদান করেছে। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" এই মহান কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ২২ শে শ্রাবণ) রাখি পূর্ণিমার দিন। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' রচয়িতা একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠ্যাংশের উৎস : 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। (১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ)। এতে সর্বমোট ৭৮টি কবিতা রয়েছে।

সারমর্ম :

'বঙ্গমাতা' কবিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভূমিকে জননীস্বরূপ বঙ্গমাতার মর্যাদা দিয়েছেন। স্নেহার্ত বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানদের পুণ্যে-পাপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনসংগ্রামে বিমুখ করে গৃহক্রোড়ে চিরশিশু করে রেখেছেন। বঙ্গমাতা অকারণে বিপদের ভয়ে তাঁর সন্তানদের পদে পদে নিষেধের বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন। তিনি তাঁর শীর্ণ শান্ত ভালোছেলেদের জীবনযাপন দেখে মুগ্ধ। তাই কবি বঙ্গমাতার প্রতি একান্ত কাতর প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁর সন্তানদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে দেন। তবেই তাঁর সন্তানরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাঝে নিজের যোগ্যতায় জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে দেশ-দেশান্তরে নিজের স্থান খুঁজে নিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁর স্নেহ ছায়ায় সাতকোটি বঙ্গসন্তানকে শুধুমাত্র বাঙালি করেই রেখেছে- তাদের মানুষ করেননি।

শব্দার্থ:

পুণ্যে	-	সৎকর্মে
পাপে	-	অসৎকর্মে, অধর্ম কাজে
সুখ	-	স্বাচ্ছন্দ
উত্থানে	-	উন্নতিতে
সংগ্রাম	-	যুদ্ধ, লড়াই
শীর্ণ	-	কৃশ, রোগা

পদ পরিবর্তন করো: (মান-১)

পাপ	-	**পাপী**	সুখ	-	
শিশু	-		দুঃখ	-	
স্নেহ	-		সংগ্রাম	-	
গৃহ	-		উত্থান	-	
মুগ্ধ	-		শীর্ণ	-	

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো: (মান-১)

১) মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

উ:- মানুষ- কর্তৃকারকের 'শূন্য' বিভক্তি।

২) তব গৃহক্রোড়ে / চিরশিশু করে রাখিয়ো না ধরে।

উ:-

৩) নিষেধের ডোরে / বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না।

উ:-

৪) সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

উ:-

৫) দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান।

উ:-

৬) দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।

উ:-

৭) রেখেছ বাঙালি করে - মানুষ করনি।

উ:-

৮) চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।

উ:-

৯) শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে।

উ:-

১০) হে মুগ্ধ জননী / রেখেছ বাঙালি করে।

উ:-

ভাষারীতি পরিবর্তন করো: (মান-১)

১) মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। (চলিত রীতিতে)

উ:- মানুষ হতে দাও তোমার সন্তানকে।

২) হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি তব গৃহক্রোড়ে

চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৩) খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৪) সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৫) বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৬) শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে

দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে। (চলিত রীতিতে)

উ:-

৭) রেখেছ বাঙালি করে - মানুষ করনি।(সাধু রীতিতে)

উ:-

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **(মান- ১)**

১) 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি রচনা করেছেন -

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) শঙ্ক ঘোষ

গ) জীবনানন্দ দাশ ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর ঃ (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২) 'মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'- কার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা?

ক) ভারতমাতা খ) বঙ্গমাতা

গ) দেশমাতা ঘ) জন্মভূমি

৩) বঙ্গমাতা কবিতায় 'শীর্ণ শান্ত সাধু' কারা?

ক) বঙ্গমাতার পুত্ররা খ) বঙ্গমাতার কন্যারা

গ) ধনীলোকেরা ঘ) গরীব লোকেরা

৪) বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানদের বেঁধে রাখেন -

ক) স্নেহের আচলে খ) নিষেধের ডোড়ে

গ) অনুশাসনে ঘ) প্রাচীর গড়ে

৫) 'হে স্নেহার্ত ....' - শূণ্যস্থান পূরণ করো :

ক) বঙ্গজননী খ) বঙ্গমাতা

গ) বঙ্গভূমি ঘ) বঙ্গদেশ

৬) 'সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে'- কাদের সংগ্রাম করার কথা বলা হয়েছে?

ক) বাঙালিদের খ) বঙ্গমাতাদের

গ) নারীপুরুষকে ঘ) শিশুদের

৭) বঙ্গমাতার সন্তান সংখ্যা কত ছিল?

ক) পাঁচ কোটি খ) ছয় কোটি

গ) সাত কোটি ঘ) আট কোটি

৮) 'বঙ্গমাতা' কবিতায় বঙ্গমাতা কাদের মানুষ করেননি?

ক) ধনীদের খ) দরিদ্রদের

গ) মূর্খদের ঘ) বঙ্গসন্তানদের

৯) 'সংগ্রাম করিতে দাও'- শূন্যস্থানটিতে হবে-

ক) ব্যথা বেদনার সাথে খ) ভালো মন্দ সাথে

গ) সুখ দুঃখের সাথে ঘ) আনন্দ উল্লাসের সাথে

১০) নিষেধের ডোর গুলো হলো-

ক) বড়ো বড়ো খ) ফাঁক ফাঁক

গ) সরু সরু ঘ) ছোটো ছোটো

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (মান-১)

১) 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি কি জাতীয় কবিতা?

উ:- 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি একটি সার্থক 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' কবিতা।

২) 'বঙ্গমাতা' কবিতায় কবি কাকে বঙ্গমাতা বলে অভিহিত করেছেন?

উ:-

৩) 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ:-

৪) 'বঙ্গমাতা' কবিতায় কবি বঙ্গভূমিকে কোন্ বিশেষণে ভূষিত করেছেন?

উ:-

৫) 'মানুষ হইতে দাও'- কাদের মানুষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে?

উ:-

৬) 'খুঁজিয়া লইতে দাও' - কাদের কী খুঁজে নিতে বলা হয়েছে?

উ:-

৭) 'বঙ্গমাতা' তাঁর সন্তানদের কীভাবে বেঁধে রেখেছেন?

উ:-

৮) 'বঙ্গমাতা' কবিতায় উল্লিখিত সন্তানদের সংখ্যা কত?

উ:-

৯) 'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'- কাদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করার কথা বলা হয়েছে?

উ:-

১০) 'হে মুগ্ধ জননী'- 'জননী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ:-

রচনাধর্মী প্রশ্ন : (মান-৫)

১) "হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি- তব গৃহ ক্রোড়ে (১+১+৩ = ৫)

চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।"

অ) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) 'স্নেহার্ত' কথাটির অর্থ কি? ই) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো?

উ: অ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গমাতা' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

আ) 'স্নেহার্ত' কথার অর্থ হল স্নেহে কাতর, স্নেহে আকুল বা স্নেহে বিহ্বল।

ই) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জননী স্বরূপ বঙ্গভূমিকে 'স্নেহার্ত' বলেছেন। কারণ স্নেহের প্রতিমূর্তি বঙ্গমাতা চিরকালই পুত্র বৎসল। স্নেহে কাতর বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানদের সুখী গৃহকোণে চিরশিশু করে বেধে রেখেছেন। স্নেহের বশবর্তী হয়ে সম্ভাব্য আপদ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানদের বিধি নিষেধের বাঁধনে বেঁধে জীবন সংগ্রামে কর্মবিমুখ করে রেখেছেন। স্নেহের ছায়ায় সিক্ত করে বঙ্গমাতা তাঁর শীর্ণ শান্ত সন্তানদের শুধুমাত্র বাঙালিই করে রেখেছেন। বঙ্গমাতার স্নেহাচলে তাঁর সন্তানদের আত্মিক বিকাশ ঘটেনি বলেই তারা মানুষ হয়ে ওঠেনি।

২) 'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'

অ) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কাকে উদ্দেশ্য করে কবি একথা বলেছেন? ই) কবির এরূপ বলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো? (১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

৩) 'মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'

অ) বক্তব্যটি কার?

আ) কার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়েছে?

ই) তারা কীভাবে মানুষ হয়ে উঠবে বলে কবির ধারণা? (১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

৪) 'পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে'

অ) বক্তা কে এবং কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন? আ) বক্তা কেন একথা বলেছেন? (২+৩ = ৫)

উত্তর :

৫) 'রেখেছ বাঙালি করে - মানুষ করনি'

অ) মূল কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

আ) কবি কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন?

ই) কবির এরূপ বলার কারণ আলোচনা করো। (১+১+৩ = ৫)

উত্তর :

একক : ১ পদ্য

ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি:

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'বিদ্রোহী' কবি নজরুলের প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল তাঁর গান ও কবিতা। কবি তাঁর লেখায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। নজরুলের কবিতা ও গান চিরকাল বাঙালিকে উদ্দীপিত করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণীমনসা', 'প্রলয় শিখা', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক' প্রভৃতি।

পাঠ্যাংশের উৎস: 'ঝিঙেফুল' কবিতাটি কবির 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

সারমর্ম : সবুজ পাতার দেশের ফিঙে যেন ঝিঙেফুল। গুল্ম লতায় সোনার দুলের মতো সে দোলে। তার বোঁটায় যেন পাতার দেশের পাখি বাঁধা। সন্ধ্যায় তার ফুটে ওঠায় থাকে গানের সুর।

পৌষের শেষ বেলায় জাফরানি বেশ পরে মরা মাচানকে মশগুল করে তোলে ঝিঙেফুল। দুপুর রোদে সে শ্যামলী মায়ের কোলে আলুথালু ঘুমিয়ে পড়ে। প্রজাপতি এই দেশ ছেড়ে তাকে উড়ে যেতে বলে, আকাশের তারা বলে অকূল প্রদেশে হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঝিঙেফুল বলে যে সে তার মা-মাটিকেই ভালোবাসে, স্বর্গ সে চায় না। এই ভুল-পথই তার কাছে ভালো।

শব্দার্থ লেখো :

মাচান- সবজি ফলানোর মাচা

বোঁটা	-	বৃন্ত	দুকুরে	-	দুপুরে
ফিঙে	-	পাখি বিশেষ	আসমান	-	আকাশ
বেশ	-	পোশাক	মশগুল	-	মগ্ন
অকূল	-	অসীম, অপার	ঝিঙা	-	তরকারি রূপে ব্যবহার্য ফল বিশেষ
খুকু	-	অল্পবয়সি মেয়ে			

পদ পরিবর্তন করো : মান-১

সবুজ- সবজে

মাটি-	আসমান-	গান-
মুখ-	দেশ-	পথ-
লতিকা-	সোনা-	কুল-

রেখাঙ্কিত পদ গুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান-১

ক) প্রজাপতি ডেকে যায়

উ:- কর্তৃকারকের 'শূন্য' বিভক্তি

খ) মরা মাচানের দেশ

উ:-

গ) পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে।

উ:-

ঘ) শ্যামলী মায়ের কোলে সোনা মুখ খুকুরে।

উ:-

ভাষারীতির পরিবর্তন করো : মান-১

প্রজাপতি ডেকে যায় - / বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়। (সাধুরীতিতে)

উ:-

আসমানের তারা চায় চলে আয় এ অকুল ! (সাধুরীতিতে)

উ:-

গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে। (সাধুরীতিতে)

উ:-

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : মান– ১

১) মরা মাচানের দেশ মশগুল করে তোলে -

ক) পুঁইডাঁটা খ) লাউ ডগা

গ) শশাফুল ঘ) ঝিঙে ফুল

উ:- ঘ) ঝিঙে ফুল।

২) ঝিঙে ফুলকে সবুজ পাতার দেশের কোন্ পাখির সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন ?-

ক) ফিঙে খ) শালিখ

গ) ময়না ঘ) টিয়া

উ:-

৩) ঝিঙে ফুলের গান শোনা যায় তার-

ক) ঝড়ে পড়ার মধ্যে
খ) ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে
গ) নৃত্যের মধ্যে
ঘ) ফুটে ওঠার মধ্যে

উ:-

৪) ঝিঙে ফুল কাকে ভালোবাসে?

ক) মাটি-মাকে
খ) আকাশকে
গ) গাছপালাদের
ঘ) নদীকে

উ:-

৫) "চলে আয় এ অকুল"- এখানে অকুল হল-

ক) পাহাড়
খ) সমুদ্র
গ) আশমান
ঘ) কৃষিক্ষেত্র

উ:-

৬) ঝিঙে ফুল ঘুমায়-

ক) শ্যামলী মায়ের কোলে
খ) শীতল বাতাসে
গ) ছায়ায়
ঘ) সবুজ পাতার ফাঁকে

উ:-

৭) "ভালো এই পথ ভুল"- এখানে পথ-ভুলের অর্থ

ক) আকাশ ছেড়ে মাটিতে থাকা
খ) মাটি ছেড়ে মাচায় থাকা
গ) মাচায় না থেকে লতায় থাকা
ঘ) মাটি ছেড়ে আকাশে থাকা

উ:-

৮) "তুমি বল"- তুমি কে?

ক) ঝিঙে ফুল
খ) ফিঙে
গ) পুঁইডাঁটা
ঘ) শশাফুল

উ:-

৯) 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়-

ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) কোনোটিই নয়

উ:-

১০) খুকু দেখতে কী রকম?

ক) স্বর্ণ বর্ণের
খ) রূপালী বর্ণের
গ) হলুদ বর্ণের
ঘ) কালচে বর্ণের

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : **মান– ১**

১) 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটির আনুমানিক রচনাকাল (খ্রিস্টাব্দ) কত?

উ:- ১৯২৬, অক্টোবর।

২) "আসমানের তারা চায়"- কাকে চায়?

উ:-

৩) 'ঝিঙে ফুল' কোন্ সময়ে ফোটে?

উ:-

৪) 'ঝিঙে ফুলের' গান কখন শোনা যায়?

উ:-

৫) 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটি কবি কাদের জন্য লিখেছেন?

উ:-

৬) 'ঝিঙে ফুল' কেমন করে ঘুমায়?

উ:-

৭) 'জাফরানি' কী?

উ:-

৮) 'মাচান' কী?

উ:-

৯) "ঝলমল দোলে"- কী দোলে?

উ:-

১০) "বোঁটা ছিড়ে চলে আয়" - এ কথা কে বলেছে?

উ:-

রচনাধর্মী প্রশ্ন : **মান–৫**

১) "সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল"- কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

উ:- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'ঝিঙে ফুল' কবিতার অংশ।

প্রশ্ন : 'সবুজ পাতার দেশ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উ:- 'সবুজ পাতার দেশ' বলতে ঝিঙে গাছের অসংখ্য পাতাকে বোঝানো হয়েছে। সেই অসংখ্য পাতা সমৃদ্ধ ঝিঙে গাছকে 'সবুজ পাতার দেশ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : 'ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল' বলার কারণ কী?

উ:- ঝিঙে ফুল হালকা সবুজাভ হলদে রঙের ফুল। এই রং কে ফিরোজিয়া রং বলা হয়। কবি কল্পনায় সবুজ ঝিঙে খেতের ওপরে

জেগে থাকা ঝিঙেফুলকে বসে থাকা ফিঙে পাখির মতো মনে হয়েছে। ফিরোজা রঙের ঝিঙে ফুলকে তাই কবি 'ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল' বলেছেন। (২+২+১ = ৫)

প্রশ্ন : 'ফিঙে ফুল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ:- সবুজ পাতায় ভরা ক্ষেত্রে অসংখ্য ঝিঙে ফুল প্রতীক্ষারত ফিঙে পাখির ঝাঁকের মতো দেখায় বলে কবি 'ফিঙে কুল' অর্থাৎ বহুসংখ্যক ফিঙে বলেছেন।

২) "তুমি বল- আমি হায়/ ভালোবাসি মাটি-মায়/ চাইনা ও অলকায়/ ভালো এই পথ-ভুল।" মান–৫

— বক্তা কে? কাকে মাটি-মা বলা হয়েছে। মাটি-মা বলার অর্থ কী? কেন সে একথা বলেছে? (১+১+১+২ = ৫)

উ:

৩) "গুল্মে পর্ণে/ লতিকার কর্ণে/ ঢল ঢল স্বর্ণে/ ঝলমল দোলে দুল-" মান–৫

— বক্তা কে? লতিকা কী? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? (১+১+৩ = ৫)

উ:

৪) "প্রজাপতি ডেকে যায়/ বোঁটা ছিঁড়ে টলে আয়।" কার লেখা কোন্ রচনার অংশ?

— প্রজাপতি কী? প্রজাপতি কাকে ডাকে? প্রজাপতি তাকে কেন ডাকে? (১+১+৩ = ৫)

উ:

৫) "পাতায় দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,

গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।"

— তার হিয়া কীসের বোঁটায় বাঁধা? 'হিয়া' শব্দের অর্থ কী? কাকে কেন, পাতার দেশের পাখি বলা হয়েছে? (১+১+৩ = ৫)

উ:

একক : ১ পদ্য

ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি : সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট, কলকাতার কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রিটে মামার বাড়িতে। বাবার নাম নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মা সুনীতি দেবী। শৈশবেই তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত। কৈশোরে সুকান্ত হয়ে ওঠেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের নেতা। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ কবি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকার স্বাধীনতার (১৯৪৫) 'কিশোর সভা' বিভাগের সম্পাদনা করতেন, কিশোর বয়সেই তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। জড়িয়ে পড়েন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে। কবির লেখাতে ও সেই ভাবধারায় ছাপ পড়ে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছাড়পত্র ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় পূর্বাভাস, মিঠে কড়া, অভিযান, ঘুম নেই, গীতিগুচ্ছ ইত্যাদি। কবিতা ছাড়াও তিনি কিছু গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মাত্র একুশ বছর সুকান্ত বেঁচেছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও অনিয়মিত জীবনযাপনের ফলে তিনি দুরারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। ১৯৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ যাদবপুরের একটি নার্সিংহোমে অকালপ্রয়ান ঘটে এই অলোকসামাণ্য প্রতিভাধর কবির।

পাঠ্যাংশের উৎস : 'ছাড়পত্র' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সারমর্ম : কবি সদ্যোজাত শিশুর মুখে খবর পেয়েছেন যে সে এক ছাড়পত্র পেয়েছে। জন্মমাত্রই সুতীব্র চিৎকারে সে তার অধিকার ব্যক্ত করে। কিন্তু কেউ তার ভাষা বোঝে না। কেউ হাসে, কেউ মৃদু তিরস্কার করে, কিন্তু কবি তার মানে বুঝেছেন। আসন্ন যুগের যে নতুন চিঠি তিনি পেয়েছেন তার অর্থ, নতুন শিশুকে তার স্থান ছেড়ে দিতে হবে। ব্যর্থতা, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে নিয়ে চলে যেতে হবে। তার আগে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে দিতে কবি শিশুর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। সবশেষে আপন রক্তে নতুন শিশুকে আশীর্বাদ করে তিনি ইতিহাসে পরিণত হবেন বলে কবি বিশ্বাস করেন।

শব্দার্থ লেখো :

ছাড়পত্র	- অনুমতিপত্র	জঞ্জাল	- আবর্জনা	বিশ্ব	- পৃথিবী	স্তূপ	- রাশি
মৃদু	- অল্প	উদ্ভাসিত	- প্রকাশিত	তিরস্কার	- নিন্দা করা	দুর্বোধ্য	- যা বোঝা কঠিন
খর্ব	- ছোটো	সুতীব্র	- অত্যন্ত তীব্র।				

পদ পরিবর্তন করো : মান-১

তিরস্কৃত - তিরস্কৃত

অধিকার -	স্থান -	ভাষা -
বিশ্ব -	প্রাণ -	কাজ -
অবশেষ -	মৃত্যু -	উত্তোলিত -

রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান-১

(ক) তার মুখে খবর পেলুম।

উ: কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

(খ) এসেছে নতুন শিশু।

উ:

(গ) অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে।

উ:

(ঘ) জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ।

উ:

(ঙ) প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।

উ:

(চ) পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের।

উ:

ভাষারীতির পরিবর্তন করো : (মান-১)

(ক) যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে/তার মুখে খবর পেলুম/ সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক। (সাধুরীতিতে)

উ :

(খ) নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। (সাধুরীতিতে)

উ:

(গ) এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। (সাধুরীতিতে)

উ:

(ঘ) পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের। (সাধুরীতিতে)

উ :

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো (√) :

মান–১

১. "সে ভাষা বোঝে না কেউ" - সেই ভাষা না বোঝার কারণ সে ভাষা হল -

(ক) অন্য দেশের ভাষা
(খ) ভাষা অস্পষ্ট
(গ) ভাষা দুর্বোধ্য
(ঘ) সেটা কোনো ভাষাই নয়।

উত্তর : (ঘ) সেটা কোনো ভাষাই নয়।

২. "তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত/উত্তোলিত"-মুষ্টিবদ্ধ হাত হল-

(ক) নবজাতকের
(খ) খলনায়কের
(গ) জনতার
(ঘ) মিছিলের

৩. "খর্বদেহ নিঃসহায়"- এরকম হওয়ার কারণ সে হল একটি-

(ক) শিশু
(খ) রোগী
(গ) বামন
(ঘ) বৃদ্ধ

৪. "কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার"- এর কারণ হল, সেটা ছিল-

(ক) হাসির কথা
(খ) খারাপ কথা
(গ) খারাপ আচরণ
(ঘ) শিশুর কান্না

৫. "চলে যেতে হবে আমাদের" - আমাদের কী ছেড়ে চলে যেতে হবে?

(ক) সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে
(খ) অধিকার ছেড়ে
(গ) জীর্ণ পৃথিবী ছেড়ে
(ঘ) নোংরা পৃথিবী ছেড়ে

৬. "নতুন শিশুকে/করে যাব আশীর্বাদ"- কবি আশীর্বাদ করতে চান-

(ক) ফুল দিয়ে
(খ) মন্ত্র দিয়ে
(গ) অর্থ দিয়ে
(ঘ) রক্ত দিয়ে

৭. "পেয়েছি নতুন চিঠি", চিঠিটা হল-

(ক) আসন্ন যুগের
(খ) আসন্ন প্রতিবাদের
(গ) আসন্ন প্রত্যাশার
(ঘ) আসন্ন গোলমালের

৮. "চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ", কবি যা করতে চান-

(ক) তিনি জঞ্জাল সরাবেন
(খ) তিনি অধিকার দেবেন
(গ) তিনি তিরস্কার করবেন
(ঘ) কোনোটিই নয়

৯. "অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে", এই "চোখ" হল -

(ক) প্রকৃতির চোখ (খ) নবজাতকের চোখ

(গ) লেখকের চোখ (ঘ) কোনোটিই নয়

১০. "যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল আজ" - শিশুটি কখন ভূমিষ্ট হল?

(ক) সন্ধ্যায় (খ) রাত্রে

(গ) সকালে (ঘ) দুপুরে

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : মান–১

১. **'ছাড়পত্র' কবিতাটির উৎস গ্রন্থের নাম কী?**

উ: 'ছাড়পত্র' কবিতাটির উৎস গ্রন্থের নাম হল 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ।

২. "এসেছে নতুন শিশু"- কোথায় এসেছে?

উ:

৩. 'ছাড়পত্র' কবিতায় বর্ণিত শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কখন ছিল?

উ:

৪. "চলে যেতে হবে আমাদের।"- আমাদের কীভাবে চলে যেতে হবে?

উ:

৫. "কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।"- প্রতিজ্ঞাটি কার?

উ:

৬. সব কাজ সেরে কবি কী হবেন?

উ:

৭. অস্পষ্ট কুয়াশার সঙ্গে শিশুটির কীসের তুলনা করা হয়েছে?

উ:

৮. জন্মমাত্র শিশুটি কী করেছিল ?

উ:

৯. কবি প্রাণপণে কী সরাতে চান?

উ:

১০. শিশুটি দেখতে কেমন?

উ:

রচনাধর্মী প্রশ্ন : মান–৫

১। "সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক, নতুন বিশ্বের দ্বারা তাই ব্যক্ত করে অধিকার।"

অ) 'সে' কে?

উ: 'সে' হল সদ্যোজাত শিশু বা নবজাতক।

আ) সে কি পেয়েছে?

উ : এই বিশ্বে বসবাস করার ছাড়পত্র পেয়েছে।

ই) 'নতুন বিশ্বের দ্বারে' কে তার অধিকার ব্যক্ত করে?

উ: যে শিশুটি আজ রাতে ভূমিষ্ঠ হল তথা নবজাতক শিশুটি।

ঈ) 'নতুন বিশ্বের দ্বার' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

উ: কবিতায় এক নতুন শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। জন্মের আগে সে মাতৃগর্ভে ছিল। সেটি ছিল তার অন্য এক একক জগৎ। জন্মের পর সে নতুন বিশ্বে এসে পৌঁছেছে। সেই স্থানকেই নতুন বিশ্বের দ্বার বলা হয়েছে। (১+১+১+২ = ৫)

২. "আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা / পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের"-

— তিনি কার, কোন্ ভাষা বুঝেছেন? তিনি সে ভাষা মনে মনে বুঝেছেন কেন? এই ভাষা অন্য কেউ বোঝে না কেন?(২+১+২ = ৫)

উ:

৩. "আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ,"

- কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? বক্তা কী আর্শীবাদ করতে চান? কেন তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন? (১+২+২ = ৫)

উ:

৪. "তারপর হব ইতিহাস"

— বক্তা কে? বক্তা কখন ইতিহাস হবেন? কেন ইতিহাস হবেন? (১+২+২ = ৫)

উ:

৫. "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

— বক্তা কে? শিশু বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? কবি বিশ্বকে বাসযোগ্য করে যেতে চান কেন? (১+২+২ = ৫)

উ:

একক : ২ গদ্য

'প্রফুল্ল'

লেখক- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), জন্ম চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা। প্রথম জীবনে সংবাদ প্রভাকরের পাতায়- তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ইংরেজিতে (Rajmohan's Wife) ১৮৬৫ খ্রীঃ তাঁর রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাস ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'কপালকুন্ডলা', 'মৃনালিনী' ইত্যাদি উপন্যাস। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিম ১৮৭২ খ্রীঃ 'বঙ্গদর্শন নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। যা বাংলা পত্রপত্রিকার সংস্কৃতিকে চমৎকৃত করে। 'বঙ্গদর্শন'-এর নানা সংখ্যায় ছড়িয়ে বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধ এবং যুগান্তকারী সব উপন্যাস—'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' 'দেবীচৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদি। ১৮৮২ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু উপন্যাস রচনাতেই নয়, বহু বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর অবদান অসামান্য। 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে বঙ্কিমের মননের দীপ্তি, তীব্র ব্যঙ্গাবোধ, ইতিহাস ও সমাজচেতনা আর আবেগ ও কৌতুক প্রবণতা। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক সমালোচনার ধারাতেও তিনি পথদ্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম।

পাঠ্যাংশের উৎস : "প্রফুল্ল" শীর্ষক রচনাটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেবীচৌধুরাণী" নামক উপন্যাস থেকে সংকলিত। 'প্রফুল্ল' রচনাটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত এই উপন্যাসের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নির্বাচিত সংকলন।

বিষয়-সংক্ষেপ: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে 'প্রফুল্ল' নামক রচনাটি সংকলিত। উক্ত রচনাংশে জমিদার হরবল্লভবাবুর বড়ো ছেলের সঙ্গে দরিদ্র বিধবার কন্যা প্রফুল্লের বিয়ে হয়। বড়োঘরে মেয়ের বিয়ে হবে, তাই বিধবা মা সর্বস্ব ব্যয় করে বিয়ের আয়োজন করেন। বরযাত্রীদের জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা করেন। কন্যাপক্ষের প্রতিবাসীদের জন্য কেবল চিড়া দই। এতে অপমানবোধ করে তারা না খেয়ে উঠে যান। প্রফুল্লের মায়ের সাথে প্রতিবাসীদের বিবাদ বাঁধে। বিয়ের রাতের মায়ের এই ভুলের মাশুল দিতে হয় প্রফুল্লকে, প্রতিবাসীরা প্রফুল্লের মায়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে ঘটনাটি ঘটিয়েছিল তার প্রভাব পড়ল পিতৃহীনা প্রফুল্লর ওপর। প্রফুল্লকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে হরবল্লভবাবু পুত্রের আবার বিয়ে দিলেন। আর প্রফুল্লের সঙ্গে তারা কোনোরকম যোগাযোগ রাখলেন না। বেশকিছুদিন পর প্রফুল্ল স্বামী-সংসারকে ফিরে পাবার জন্য সবকিছু উপেক্ষা করে মাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত

হয়। প্রফুল্লের চাঁদের মত সুন্দর মুখশ্রী ও যুক্তিপূর্ণ কথায় শাশুড়ির মনে মাতৃস্নেহ জাগাতে সক্ষম হয় সে। প্রফুল্ল যখন দাসীপনা করেও সেখানে থাকার আবেদন জানায় তখন শাশুড়ি তার প্রতি আরও কোমল হায়ে তাকে রাখার ব্যাপারে কর্তার অর্থাৎ হরবল্লভবাবুর কাছে অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্ত:পুরে যান। সেই কাহিনিই আলোচ্য অংশে বর্ণিত।

শব্দার্থ লেখো:

যেমন: ক্রোশ - দুই মাইল

শোভা - সৌন্দর্য
আহার- খাবার
কুটম্ব- আত্মীয়
পূর্ববৎ- আগের মতো
প্রতিবাসী- বাড়ির চারপাশে যারা বাস করে
জ্বালা- যন্ত্রণা
পাকস্পর্শ- বউভাত
অন্তঃপুর- ভিতরের মহল
পরিত্যাজ্য- পরিহার যোগ্য
বিমর্ষ- দুঃখিত

পদ পরিবর্তন করো: মান-১

জমিদার - জমিদারি

প্রবেশ -
ত্যাগ -
ঘৃণা -
আহার -
উৎসাহ -
নিমন্ত্রণ -
সাধ -
বিবেচনা -
বিশ্বাস -
অপমান -

রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান–১

যেমন- বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম

উ: অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

ক) সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়

উ:

খ) পরদিন হলবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন

উ:

গ) একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল

উ:

ঘ) প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল

উ:

ঙ) মহাদেবের জটা হইতে।

উ :

ভাষারীতি পরিবর্তন করো : মান—১

ক) প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া হরবল্লভবাবু তাহাকে ঘৃণা করিতেন তাহা নহে। (চলিত ভাষায়)

উত্তর :

খ) প্রফুল্লের শাশুড়ি পা ছড়িয়ে পাকা চুল তোলাচ্ছিলেন। (সাধু ভাষায়)

উত্তর :

গ) প্রফুল্লের মা দুই একবার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল। (চলিত ভাষায়)

উত্তর :

ঘ) একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে। (সাধু ভাষায়)

উত্তর :

ঙ) সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না। (চলিত ভাষায়)

উত্তর :

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: মান—১

ক) কাঙ্গালের মেয়ে ছিল—

১) ইন্দ্রমূখী (২) বিধুমুখী (৩) চন্দ্রমুখী (৪) প্রফুল্লমুখী

উ : (৪) প্রফুল্লমুখী

খ) হরবল্লভবাবু কার অন্য বিবাহ দিলেন?

১) প্রফুল্লের বোনের (২) প্রফুল্লের (৩) পুত্রের (৪) কন্যার

গ) প্রফুল্লের মায়ের বাড়ি ছিল—

১) রামপুরে (২) দুর্গাপুরে (৩) বিলাসপুরে (৪) দিঘলীপুরে

ঘ) হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন—

১) বিয়ের দিন (২) পাকস্পর্শের দিন (৩) বিয়ের আগের দিন (৪) আশীর্বাদের দিন

ঙ) "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই"- কথাটা বলেছিল—

১) প্রফুল্লের মা (২) প্রফুল্লের শাশুড়ি (৩) প্রফুল্ল (৪) হরবল্লভবাবু

চ) প্রফুল্লের পরবর্তী নাম হয় —

১) প্রফুল্লমুখী (২) চন্দ্রমুখী (৩) দেবী চৌধুরাণী (৪) চাঁদপানা

ছ) প্রফুল্ল তার মাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছালো-

১) প্রথম প্রহরে (২) তৃতীয় প্রহরে (৩) দ্বিতীয় প্রহরে (৪) চতুর্থ প্রহরে

জ) সব শোভা পায়—

১) গরীবলোকের (২) বড়মানুষের (৩) প্রতিবাসীর (৪) প্রফুল্লদের

ঝ) তাহার বয়স এখন-

১) পনের বৎসর (২) বারো বৎসর (৩) একুশ বৎসর (৪) আঠারো বৎসর

ঞ) 'আমরা কুটুম্ব'- বক্তা কে ?

১) হরবল্লভবাবু (২) প্রফুল্লের শাশুড়ি (৩) প্রফুল্ল (৪) প্রফুল্লের মা

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : **মান–১**

ক) 'প্রফুল্ল' শীর্ষক রচনাটির উৎস কী ?

উ: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "দেবীচৌধুরাণী" নামক উপন্যাস থেকে 'প্রফুল্ল' নামক রচনাটি গৃহীত হয়েছে।

খ) "প্রফুল্ল" রচনাংশটি উপন্যাসের কোন্ পরিচ্ছেদে আছে ?

উ:

গ) প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয় কোথায় ?

উ:

ঘ) হলবল্লভবাবু কে ?

উ:

ঙ) প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ের দূরত্ব কত ?

উ:

চ) কারা বড় রকমের শোধ নিলেন ?

উ:

ছ) সব শোভা কাদের পায় ?

উ:

জ) "জাতই আমাদের সম্বল"- বক্তা কারা ?

উ:

ঝ) হরবল্লভবাবুর পুত্রের নাম কী ছিল ?

উ:

ঞ) "অভাগীর তখনও আহার হয় নাই"- এখানে কার কথা বলা হয়েছে ?

উ:

রচনাধর্মী প্রশ্ন : **মান–৫**

ক) "বড়োমানুষের সব শোভা পায়।"- উদ্বৃতাংশটি কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে ? লেখক কে ? (১+১+১+২ = ৫)

উ:- সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "দেবী চৌধুরাণী" নামক উপন্যাসের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে "প্রফুল্ল" রচনাটি নেওয়া হয়েছে।

প্র: 'বড়োমানুষ' বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে ?

উ: আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র প্রফুল্লের শ্বশুর হরবল্লভবাবুকে বোঝানো হয়েছে।

প্র: কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে?

উ: প্রফুল্লের বিয়ের রাতের অপমানের শোধ নিতে চেয়েছিল তাদের প্রতিবাসীরা, প্রফুল্লের পাকস্পর্শের দিন তার শ্বশুর জমিদার হলবল্লভবাবু লোক পাঠিয়ে তার বেহাইনের প্রতিবাসীদের নিমন্ত্রণ করেন। প্রতিবাসীরা না গিয়ে জানিয়ে দেন- প্রফুল্লের মা একজন কুলটা জাতিভ্রষ্টা নারী। হরবল্লভবাবুর মতো বড়োলোকদের সম্পর্ক করা হয়তো শোভা পায়। কিন্তু তারা গরিব, তাদের জাতই একমাত্র সম্বল। এই প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত উক্তিটি করা হয়েছে।

খ) "পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন"— (১+১+১+২ = ৫)

প্র: পরদিন বলতে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে?

উ:

প্র: হরবল্লভ এর পরিচয় কি ?

উ:

প্র: বধূটি কে?

উ:

প্র: বধুকে কেন মাত্রালয়ে পাঠানো হয়েছিল তা বুঝিয়ে লেখো?

উ:

গ) " একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? (১+২+২ = ৫)

প্র: কার লেখা , কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে?

উ:

প্র: উক্তিটি কার, কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে?

উ:

প্র: প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও?

উ:

ঘ) "অভাগীর তখনও আহার হয় নাই"- (১+২+২ = ৫)

প্র: 'অভাগী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ:

প্র: কেন তাকে অভাগী বলা হয়েছে?

উ:

প্র: তার আহার না হওয়ার কারণ কী?

উ:

ঙ) "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে।" (১+১+৩ = ৫)

প্র: কোন্ মেয়ের কথা বলা হয়েছে?

উ:

প্র: উক্তিটি কার?

উ:

প্র: কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখো?

উ:

একক : ২ গদ্য

‘ছুটির দেশ’

লেখক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি ঃ (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাঙালির চিরন্তন গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫ শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাদেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা লাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে উঠেন।

ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা ‘হিন্দু মেলার উপহার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি ‘বনফুল’, ‘কবি কাহিনী’ এবং ‘ভানুসিং ঠাকুরের পদাবলী’ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিক্রমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সীমা থেকে অসীমে এবং আত্মা থেকে পরমাত্মার মিলনই রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ বিশ্বভাবনায় সদা বিচরণকারী বলে তিনি ‘বিশ্বকবি’।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হল - ‘প্রভাতসংগীত’, ‘সন্ধ্যাসংগীত’, ‘কড়ি ও কোমল’, ‘মানসী’, ‘সোনারতরী’, ‘চিত্রা, চৈতালি’, ‘নৈবেদ্য’, ‘খেয়া’, ‘ক্ষণিকা’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতালি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘বলাকা’, ‘পূরবী’, ‘পুনশ্চ’, ‘প্রান্তিক’, ‘আরোগ্য’, ‘নবজাতক’, ‘শেষলেখা’ প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ ‘Song Offerings’ এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তিনখন্ডে ‘গল্পগুচ্ছ’ তাঁর ছোটগল্পের সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী নাটকগুলো হল - ‘ডাকঘর’, ‘বিসর্জন’, ‘রক্তকরবী’, ‘অচলায়তন’, ‘মুক্তধারা’ প্রভৃতি। অসংখ্য গান রচনা করেন বাংলা সংগীত জগতে অমৃতবৎ। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতী রূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরনীয় কীর্তি।

আসলে তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, সংগীতকার, চিত্রশিল্পী তেমনি অন্যদিকে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ। তাঁর তরঙ্গ সমুদ্র বিস্তৃত সাহিত্যরাশি বাংলা সাহিত্যকে পল্লবিত করে যৌবনদান করেছে। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, “কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।” এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ২২ শে শ্রাবণ) রাখি পূর্ণিমার দিন। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের ‘জাতীয় সংগীত’ রচয়িতা একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠ্যাংশের উৎস ঃ 'ছুটির দেশ' পাঠ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ছেলেবেলা'র অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ 'ছুটির দেশ' রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা হলেও এই গদ্যাংশে ঠাকুর বাড়িতে কাটানো ছেলেবেলার একটি নিখুঁত ছবির বর্ণনার মধ্য দিয়ে রবি শৈশবের দিনগুলোকে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এখনকার পরিণত বয়সের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলাকার সময়ের যে পার্থক্য ছিল সেটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

রবিঠাকুরের ছেলেবেলায় তাঁর মা ও মায়ের সঙ্গিনীরা সময় কাটানোর জন্য সন্ধ্যেবেলায় মাদুর পেতে ছাদে গল্পগুজব করতেন। বাড়ির ভেতরের এই ছাদটা আগাগোড়া মেয়েদের দখলে ছিল। এখানে মেয়েরা কলাই বাঁটা, বড়ি দিত, কাঁচা আম শুকিয়ে আমসি এবং ইঁচড়ের আচার দিত। কেয়া খয়ের তৈরি করত। এসব মেয়েলি কাজে লেখক পাড়াগাঁয়ের একটি ছাপ খুঁজে পেতেন। পাড়াগাঁয়ের চন্ডীমন্ডপে গুরু মশায়ের পাঠশালাতেই গ্রামের সব ছেলেদের প্রথম বিদ্যাচর্চা শুরু হত। তখনকার পড়ার কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের এখনও মনে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ির খোলা ছাদ ছিল তাঁর প্রধান 'ছুটির দেশ'। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত তিনি এই ছাদে কোনো-না -কোনোভাবে সময় কাটিয়েছেন। তেতলার ঘরে তাঁর বাবা থাকতেন। চিলেকোঠার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বাবাকে দেখতেন। বাবার অবর্তমানে বাবার ঘরে প্রবেশ করতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ছাদে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা ছিল সাত সমুদ্রের পারে যাওয়ার আনন্দের সমান। বালক রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই দুপুরবেলায় বাড়ির ছাদে উঠে দুপুরের নির্জনতায় আপন মনে প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতেন।

শব্দার্থ ঃ

তফাত	-	পার্থক্য	মজলিশ	-	আসর, আড্ডা
জাঁতা	-	সুপুরি কাটার যন্ত্র	চিলেকোঠা	-	ছাদের উপরে সিঁড়ি ঘর
বিবাগি	-	উদাসীন	আড়ালে	-	অন্তরালে
দূরবিন	-	যা দিয়ে দূরের জিনিসকে বড়ো স্পষ্ট দেখা যায়।	খড়খড়ি	-	কপাট জানলার অংশীভূত সচল আবরণ।
চাণক্য	-	মৌর্য বংশের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অপর নাম কৌটিল্য। তাঁর রচিত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র।			

পদ পরিবর্তন করো ঃ **মান- ১**

পৃথিবী	-	**পার্থিব**	ভূত	-		দিন	-
সূর্য	-		লোক	-		প্রথম	-
মুখ	-		অর্থ	-		আকাশ	-
মেয়েলি	-						

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো ঃ **মান– ১**

১। মা বসেছেন সন্ধ্যাবেলায় মাদুর পেতে।

উঃ- কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

২। আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা।

উঃ-

৩। তার সঙ্গিনীরা চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করছে।

উঃ-

৪। লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়।

উঃ-

৫। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে।

উঃ-

৬। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর।

উঃ-

৭। পুকুর থেকে পাতি হাঁসগুলো উঠে গিয়েছে।

উঃ-

৮। বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে।

উঃ-

৯। পাড়াগাঁয়ের আরও একটা ছাপ ছিল চন্ডীমন্ডপে।

উঃ-

১০। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর।

উঃ-

ভাষারীতির পরিবর্তন করো ঃ **মান- ১**

১। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন, তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। (সাধু রীতিতে)

উঃ- আমার পিতা যখন গৃহে থাকিতেন, তাঁহার স্থান ছিল তিনতালার ঘরে।

২। ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

৩। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ করবার কাজে। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

৪। অত্যন্ত বেশী লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। (সাধু রীতি)

উঃ-

৫। তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন কোলে দুটি হাত জোড় করা। (সাধু রীতি)

উঃ-

৬। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। (সাধু রীতি)

উঃ-

৭। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

৮। পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ওইখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

৯। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

১০। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। (সাধু রীতিতে)

উঃ-

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ মান - ১

১। 'ছুটির দেশে' রবীন্দ্রনাথের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখন তিনি ছিলেন-

(ক) বালক (খ) যুবক (গ) প্রৌঢ় (ঘ) বৃদ্ধ

২। মা সন্ধ্যাবেলায় ছাদে বসতেন-

(ক) মাদুর পেতে (খ) ঠাকুর ঘরে (গ) আসন পেতে (ঘ) বৈঠক খানায়

৩। সূর্য পৃথিবী থেকে দূরে আছে -

(ক) আট কোটি মাইল (খ) নয় কোটি মাইল (গ) সাত কোটি মাইল (ঘ) দশ কোটি মাইল

৪। বাড়ির ভেতরের ছাদটা ছিল আগাগোড়া -

(ক) কাকদের দখলে (খ) ব্রহ্মদৈত্যের দখলে (গ) মেয়েদের দখলে (ঘ) ছেলেদের দখলে

৫। মেয়েরা টিপে টিপে টপটপ করে বড়ি দিত -

(ক) গল্প করতে করতে (খ) চুল শুকোতে শুকোতে (গ) কাজ করতে করতে (ঘ) গান করতে করতে

৬। ঠাকুরবাড়ির ছাদে সাবধানে তৈরি হত -

(ক) আমের আচার (খ) ইঁচড়ের আচার (গ) আমসি (ঘ) কেয়া খয়ের।

৭। পাড়াগাঁয়ের আরও একটা ছাপ ছিল -

(ক) যাত্রাগানে (খ) মন্দিরে (গ) চন্ডীমন্ডপে (ঘ) ধর্মস্থানে

৮। ছেলেদের প্রথম বিদ্যার আঁচড় পড়ত-

(ক) স্লেটে (খ) কাগজে (গ) খাতায় (ঘ) তালপাতায়

৯। লেখক কখন লুকিয়ে ছাদে উঠতেন?

(ক) দুপুরবেলা (খ) সকালবেলা (গ) বিকেলবেলা (ঘ) সন্ধ্যাবেলা

১০। সাদা পাথরের মূর্তির মতো কে ছাদে বসে থাকতেন?

(ক) রবীন্দ্রনাথের মা (খ) রবীন্দ্রনাথের পিতা (গ) রবীন্দ্রনাথের দাদা (ঘ) রবীন্দ্রনাথের বৌদি

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ **মান - ১**

১। 'ছুটির দেশ' পাঠ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথের কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উঃ- 'ছুটির দেশ' পাঠ্যাংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ছেলেবেলা'র অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২। ব্রহ্মদৈত্য কোথায় আরামে পা রাখত?

উঃ-

৩। মানুষের বসতি কোথায় আটকে পড়েছে?

উঃ-

৪। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান কে ছিলেন?

উঃ-

৫। বালক রবীন্দ্রনাথ বৌদিকে কী পড়ে শোনাতেন?

উঃ-

৬। 'কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে' - এখানে কার কোন্ কাজের কথা বলা হয়েছে?

উঃ-

৭। গুরুমশায়ের পাঠশালা কোথায় বসত?

উঃ-

৮। 'চাণক্য' কে ছিলেন?

উঃ-

৯। লেখকের পিতা বাড়িতে থাকলে কোথায় থাকতেন?

উঃ-

১০। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'ছুটির দেশ' বলতে কোন্ স্থানটিকে বোঝানো হয়েছে?

উঃ-

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ মান– ৫

১। "দরকার কেবল সময় কাটানো"

অ) কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ?

আ) কাদের সময় কাটানোর কথা বলা হয়েছে?

ই) তাদের সময় কাটানো সম্পর্কে লেখক কী বলেছেন? (১+১+৩=৫)

উঃ- অ) রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ছেলেবেলা'র অন্তর্গত 'ছুটির দেশ' গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আ) লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে তাঁর মা সারদাদেবী ও মায়ের সঙ্গিনীদের সন্ধ্যার গল্পের আসরে সময় কাটানোর কথা বলা হয়েছে।

ই) ঠাকুর বাড়ির ছাদে সন্ধ্যা হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদাদেবী ও তাঁর সঙ্গিনীরা মাদুর পেতে চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করতেন। এই গল্পের আসরে খাঁটি সংবাদের প্রয়োজন ছিল না। দরকার ছিল একমাত্র সময় কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করার জন্য নানা দামের নানা মাল মশলার ব্যবস্থা ছিল না। পুরুষদের মজলিশে কিংবা মেয়েদের আসরে গল্পগুজব, হাসিতামাশা খুবই হালকা ধরণের ছিল। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, তাঁকে সবাই 'আচার্জিনী' বলে সম্বোধন করত। তিনি এই বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহের কাজ করতেন। তিনি প্রায়ই রাজ্যের আজগুবি বা বিদকুটে খবর সংগ্রহ করে মজলিসে নানা সত্য মিথ্যে মিশিয়ে পরিবেশন করতেন।

২। 'বাড়ির ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে'

অ) কার লেখা, কোন্ গল্পের অংশ? আ) ছাদটা কীভাবে মেয়েদের দখলে ছিল সে বিষয়ে লেখো। (১+৪=৫)

উ :

৩। 'ওইখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত'

অ) উদ্ধৃতিটি কোন্ পাঠ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

আ) কোথায় পাঠশালা বসত?

ই) উক্ত পাঠশালায় বক্তার শিশু বয়সের শিক্ষা লাভের বর্ণনা দাও। (১+১+৩=৫)

উ :

৪। 'আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ।'

অ) এখানে 'আমার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

আ) বক্তা কোন্ খোলা ছাদের কথা এখানে বলেছেন?

ই) লেখকের কাছে খোলা ছাদ 'প্রধান ছুটির দেশ' কেন? (১+২+২=৫)

উ :

৫। "চিলে কোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে কতদিন দূর থেকে দেখেছি।"

অ) চিলে কোঠা কী?

আ) কে, কাকে দূর থেকে দেখেছিল?

ই) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। (১+২+২=৫)

উ :

একক : ২ গদ্য

অচেনার আনন্দ

লেখক- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) জন্মস্থান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের মধ্যে কেটেছিল। জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃত, শিক্ষকতাও করেছেন দীর্ঘদিন। পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপেক্ষিতা' গল্প দিয়ে তাঁর কথা সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ, তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'পথের পাঁচালী' বইটি ভাগল পুরে লেখা। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, দিনলিপি এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'বনে পাহাড়ে', 'চাঁদের পাহাড়', 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', 'ইচ্ছামতী' ইত্যাদি। 'উৎকর্ণ', 'স্মৃতির রেখা', 'অভিযাত্রিক' প্রভৃতি হলো তাঁর দিনলিপি জাতীয় রচনা। তাঁর লেখায় পল্লী-প্রকৃতির এবং অরণ্য প্রান্তর যেমন আশ্চর্য সজীবতা লাভ করেছে তেমনই গ্রামবাংলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

পাঠ্যাংশের উৎস :

প্রকৃতি প্রেমিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের অংশ বিশেষ 'অচেনার আনন্দ' নামে চিহ্নিত, লেখকের আত্মজীবনী মূলক রচনা 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিষয় সংক্ষেপ :

প্রকৃতি প্রেমিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ষোড়শ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ হলো 'অচেনার আনন্দ'। এই রচনাংশের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর মধ্যে রয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা, অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার ও অদেখাকে দেখার অভাবনীয় আনন্দ তাকে ব্যাকুল করে। অপু জন্মের পর এই প্রথম সে তার বাবার সঙ্গে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে, যাবার পথে রেললাইন দেখতে পাবে, এই আনন্দে তার শিশুমন আকুল হয়ে ওঠে। একবার তাদের রাঙি গাই খুঁজতে গিয়ে দিদির সঙ্গে সে প্রথমবার বাধাহীন গন্ডিহীন মুক্তির

উল্লাস অনুভব করেছিল। কিন্তু সেবার রেললাইন তার দেখা হয়নি, এইবার তার লক্ষপূরণ হবে, বাবার সাথে যাবার সময় রেলের রাস্তা সহজে দেখা যাবে তা ভেবেই অপু বিস্মিত হয়। অবশেষে রেলপথ দেখা হলেও রেলগাড়ি দেখা হয়নি, তার বাবা ছেলের এই প্রস্তাব মানতে পারেনা, বরং বিরক্ত হন। শিশু অপু চোখে জল নিয়ে বাবার পিছনে পিছনে এগিয়ে যেতে থাকে।

শব্দার্থ লেখো :

ফটক - সদর দরজা
সড়ক - রাস্তা
সতৃষ্ণ - তৃষ্ণার সঙ্গে
উল্লাস - আনন্দ
ডিঙ্গি - ছোটো নৌকা
অবসর - বিশ্রাম কালীন সময়
হোগলা - জলজ আগাছা
দোয়ারি - দ্বাররক্ষী
বনরেখা - বনের শেষ
অগ্রসর - এগিয়ে যাওয়া
গাঁ - গ্রাম

পদ পরিবর্তন করো : মান- ১

নীল - নীলাভ

উৎসাহ -
মাঠ -
আকাশ -
পৃথিবী -
শরীর -
লোভ -
অবসর -
লোহা -
জল -

রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান- ১

যেমন- পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়

উ:- অপাদান কারকে 'থেকে' অনুসর্গ

১। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাইরে পা দিল।

উ:-

২। রাখালেরা নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াইতে আসিত।

উ:

৩। মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

উ:

৪। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না।

উ:

৫। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল।

উ:

ভাষারীতি পরিবর্তন করো : মান-১

১। সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত। (চলিত ভাষায়)

উ:-

২। সেবার তাদের রাঙি গাইয়ের বাছুর হারাল। (সাধু ভাষায়)

উ:-

৩। পরে যা হল তা সুবিধাজনক নয়। (সাধু ভাষায়)

উ:-

৪। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই-তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। (চলিত ভাষায়)

উ:-

ঙ) সে সব কথা প্রকাশ করে বুঝিয়ে বলতে জানত না। (সাধু ভাষায়)

উ:-

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : মান–১

১। 'অচেনার আনন্দ' রচনাটির লেখক কে?

উ: প্রকৃতি প্রেমিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। 'অচেনার আনন্দ' রচনাটির মূলগ্রন্থের নাম কি?

উ:

৩। মূলগ্রন্থের কোন্ পরিচ্ছেদ থেকে 'অচেনার আনন্দ' রচনাংশটি গৃহীত?

উ:

৪। "এই পর্যন্ত তাহার দৌড়" - কতটুকু পর্যন্ত দৌড়ের কথা বলা হয়েছে?

উ:

৫। কোন্ মাসে অপুদের রাঙি গাইয়েয় বাছুর হারিয়ে গিয়েছিল?

উ:

৬। এবার বাড়ি হতে যাবার সময় হরিহর তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন?

উ:

৭। জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নি কে?

উ:

৮। খুব গরম পড়লে অপুর মা বিকেলে কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতেন?

উ:

৯। কোথায় অপুর দিদি পথ হারিয়ে ফেলল?

উ:

১০। রেলের রাস্তা দেখে ফিরে এসে দুর্গা তার মাকে কী বলবে?

উ:

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (√) : মান-১

১। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলেন-

I) নবীন পালিত II) অক্রুর মাঝি III) হরিহর IV) সর্বজয়া

উ: III) হরিহর

২। নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াতে আসত-

I) বালকরা II) রাখালেরা III) প্রতিবেশীরা IV) জেলেরা

৩। অক্রুর মাঝি মাছ ধরবার জন্য পাততো-

I) দোয়াড়ি II) বড়শি III) জাল IV) কাপড়

৪। মাঠের মাঝে মাঝে ছিল-

I) ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল II) শিউলি ফুল III) কাশ ফুল IV) বকুল ফুল

৫। অপু তার দিদির সঙ্গে বাছুর খুঁজতে আসে-

I) পুবমাঠে II) দক্ষিণ মাঠে III) উত্তর মাঠে IV) পশ্চিম মাঠে

৬। অপু একদৌড়ে রাস্তার ওপর এসে উঠল-

I) পাকারাস্তা পার হয়ে II) ফটক পার হয়ে III) কাঁচারাস্তা পার হয়ে IV) নবাবগঞ্জের সড়ক পার হয়ে

৭। মোটা গুলঞ্চলতা দুলতো-

I) আম গাছে II) বাবলা গাছে III) বট গাছে IV) শিমুল গাছে

৮। গোরুর গাড়িতে বোঝাই ছিল-

I) খেজুর গুড় II) আখের গুড় III) আমের ঝাঁকা IV) খড়ের আঁটি

৯। অপুর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল-

I) রেলগাড়ির দিকে II) গরুর গাড়ির দিকে III) দূরের দিকে IV) দিদির দিকে

১০। অপুকে অবশেষে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে হলো-

I) জল-ভরা চোখে II) খুশি মনে III) কাঁদতে কাঁদতে IV) হাসতে হাসতে

রচনাধর্মী প্রশ্ন : **মান–৫**

ক) "সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পাড়িবে"-

— উদ্ধৃত অংশটি কোন্ রচনাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উ:- প্রকৃতি প্রেমিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত "অচেনার আনন্দ" রচনাংশটি থেকে উদ্ধৃত অংশটি নেওয়া হয়েছে।

— কারা রেলের রাস্তা দেখতে গিয়েছিল?

উ:- গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপু ও তার দিদি দুর্গা রেলের রাস্তা দেখতে গিয়েছিল।

'সেই রেলের রাস্তা' বলতে কোন্ রাস্তার কথা বোঝানো হয়েছে?

উ:- অপু ও দুর্গা তাদের রাঙি গাইয়ের বাছুর খুঁজতে দক্ষিণ মাঠে গিয়ে সেখান থেকে রেলরাস্তা ও রেলগাড়ি দেখার অভিপ্রায়ে অনেক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হয়ে ওঠে। এখানে সেই বিপদময় আতঙ্কের রেলরাস্তার কথাই বোঝানো হয়েছে।

খ) "জল-ভ রা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল"- (১+২+২ = ৫)

— জল-ভরা চোখে কে অগ্রসর হল?

উ:-

তার চোখে জল কেন?

উ:-

—এখানে তার কোন্ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?

উ:-

গ) "আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাইরে পা দিল"- (১+১+১+২ = ৫)

—অপুর গ্রামের নাম কি?

উ:-

— তার বয়স কত?

উ:-

— অপু কার সাথে কোথায় গিয়েছিল?

উ:-

— গ্রামের বাইরে যাবার আগে অপুর অবস্থা কেমন ছিল?

উ:-

ঘ) "পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?"- (১+২+২ = ৫)

— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?

উ:-

— 'অবসর কোথায়' ভাবার কারণ কী?

উ:-

— তাদের ভাবার অবসর ছিল না কেন?

উ:-

ঙ) "এই পর্যন্ত তাহার দৌড়"- (১+২+২ = ৫)

— তাহার বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ:-

— 'এই পর্যন্ত' বলতে কতটুকু পর্যন্ত?

উ:-

— এই মন্তব্যের কারণ কী বুঝিয়ে লেখো।

উ:-

একক : ২ গদ্য

আদিবাসী ত্রিপুরি সমাজের পূজা উৎসব

বিজয়কুমার দেববর্মন

লেখক পরিচিতি :

বিজয়কুমার দেববর্মন : ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় তাঁর জন্ম। পিতা স্বর্গীয় অসিতকুমার দেববর্মন। মায়ের নাম হিরন্ময়ী দেবী। তিনি ত্রিপুরার রাজপরিবারের ডাক্তার ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ত্রিপুরা সরকারের স্টেট হোমিয়োপ্যাথও ছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ত্রিপুরি উপজাতি ও দুর্গাবিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ছোটোদের কবিতাও লিখেছেন।

বিষয় সংক্ষেপ :

ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ, একদিকে আসাম ও অন্যদিকে মিজোরাম। এমন ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ১৯টি উপজাতি এবং কিছু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলনে ত্রিপুরা হয়ে উঠেছে বিশ্বসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র।

ত্রিপুরিদের মধ্যে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সবচেয়ে বড়ো উৎসব হল গণেশ বা গড়িয়া দেবতার পূজা। চৈত্র সংক্রান্তির দিন 'গড়িয়া ওয়াচক' নামে বাঁশের তৈরি গড়িয়া দেবতা প্রাঙ্গণ খুঁড়ে স্থাপন করা হয় এবং সাতদিন ধরে এই উৎসব চলে। এই উপলক্ষ্যে সবাই মিলে অফুরন্ত আনন্দ করে থাকে। নাচগানের মধ্য দিয়ে বিহু উৎসবের মতো এখানেও যুবক-যুবতিদের মধ্যে মত বা বাক্য বিনিময় হয়।

জুমচাষের জমিতে ফসল তোলার পর ত্রিপুরিরা 'মাইলুমা' ও ' খুলুমা' নামের দুই দেবীর পূজা করে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য জমি পতিত ফেলে রাখে। এই পূজা 'চেংলাই পূজা' নামে খ্যাত।

সকলের রক্ষার জন্য ত্রিপুরার সর্বত্র 'কেরপূজা' অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে। কের পূজার দিন গ্রামে কোনো বহিরাগতকে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

খার্চি পূজা হল ত্রিপুরিদের জাতীয় উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি থেকে সাতদিন এই পূজা চলে। মোট চোদ্দো জন দেবদেবী যথা - হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, বাণী, প্রমুখ। এরা সকলেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের কুলদেবতা। এরা কেউ পূর্ণাবয়ব নয়। এদের মুখাবয়াবই পূজিত হয়। প্রতিটি দেবদেবীর মূর্তি চন্দ্রকলা শোভিত। অথচ ভারতের অন্যত্র কেবল শিব ও পার্বতী অর্ধ-চন্দ্রকলা শোভিত। তবে প্রাচীন কালে সুমেরীয়দের মধ্যেও চন্দ্রকলা শোভিত মস্তক প্রচলিত ছিল।

শব্দার্থ লেখো :

আদিম - প্রাচীন

ঐতিহ্য - পরম্পরা

সংক্রান্তি - মাসের শেষ দিন

কদলীপত্র - কলাপাতা

রজতমন্ডিত- রূপায় মোড়া

পার্বণ- উৎসব

বুড়াছা- বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

কলাসৌষ্ঠব - অলংকার করে সাজিয়ে তোলার গুণ

জুমচাষ- বিশেষ একধরনের কৃষি পদ্ধতি যা পার্বত্য এলাকার ঢালু অংশে চাষ করা হয়।

সমাপন - শেষ

পদ পরিবর্তন করো : মান-১

অংশ - আংশিক গ্রাম - মহান - যুগ -

দিন - পূজা - বৎসর - গঙ্গা -

সরল - পৃথিবী -

স্থূলাক্ষর / রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান- ১

১। সকলেই নববস্ত্র পরিধান করে।

উত্তর- কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি।

২। সকালবেলা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যাবেলায় শেষ হয়ে থাকে ।

উত্তর-

৩। বাঁশটির পত্রশাখায় ফুলের মালা এবং কার্পাস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

উত্তর-

৪। কেবলমাত্র দেবাদিদেবের শিবের প্রতীক মুখরূপটি রজতমন্ডিত।

উত্তর-

৫। পার্বত্য অঞ্চলে কের পূজা সাধারণত কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর-

ভাষারীতির পরিবর্তন করো : মান- ১

১। গড়িয়া পূজা হল ত্রিপুরি জাতির খুশির উৎসব। (সাধুরীতিতে)

উত্তর -

২। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। (সাধুরীতিতে)

উত্তর -

৩। খার্চি পূজা হইল ত্রিপুরিদের এক অতি জনপ্রিয় উৎসব। (চলিতরীতিতে)

উত্তর -

৪। গড়িয়া পূজা ও উৎসব প্রতিবছর চৈত্র মাসের শেষ দিনে শুরু হয়ে থাকে। (সাধুরীতিতে)

উত্তর -

৫। এই পূজা অনুষ্ঠানের জন্য একজোড়া হাঁস বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে । (সাধুরীতিতে)

উত্তর -

৬। বাঁশটির পত্র শাখায় ফুলের মালা এবং কার্পাস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। (সাধুরীতিতে)

উত্তর -

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো (√) : মান–১

১। ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি হল -

ক) রিয়াং (খ) কুকি (গ) জমাতিয়া (ঘ) ত্রিপুরি

উত্তর : (ঘ) ত্রিপুরি

২। ত্রিপুরি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার নাম হল -

ক) হিন্দি (খ) সাঁওতালি (গ) ককবরক (ঘ) বাংলা

৩। পাছড়া হল -

ক) কলাপাতা (খ) গামছা (গ) আলপনা (ঘ) বস্তুবিশেষ

৪। প্রাচীন রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায় -

ক) রামায়ণে (খ) উপনিষদে (গ) পুরাণে (ঘ) মহাভারতে

৫। জুমচাষের জমি পূজার পর চাষ করা হয় না -

ক) এক বছর (খ) দুই থেকে তিন বছর (গ) চার বছর (ঘ) তিন থেকে পাঁচ বছর

৬। রাস্তার চৌমাথায় পূজা করা হয় -

ক) বুড়াছার (খ) মাইলুমার (গ) লাম্প্রার (ঘ) বণিরকের

৭। কের পূজায় বলি দেওয়া হয় -

ক) মোরগ (খ) হাঁস (গ) পায়রা (ঘ) ছাগল

৮। 'মৃত্যুদূত' বলে অভিহিত হন-

ক) থুমনাইরগ (খ) বুড়াছা (গ) আচাই (ঘ) বরুয়া

৯। চতুর্দশ দেবদেবীর মস্তক দেশে শোভিত থাকে -

ক) নক্ষত্র (খ) অর্ধচন্দ্র (গ) সূর্য (ঘ) জ্যোতির্বলয়

১০। গড়িয়া ওয়াচক নির্মিত হয় -

ক) কাঠ দিয়ে (খ) মাটি দিয়ে (গ) বাঁশ দিয়ে (ঘ) পিতল দিয়ে

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : মান–১

১। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান কোথায়?

উত্তর- ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ত্রিপুরার অবস্থান।

২। ত্রিপুরি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কী নামে পরিচিত ?

উত্তর -

৩। পাছড়া কী ?

উত্তর-

৪। টংঘর কী ?

উত্তর -

৫। 'কের' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর -

৬। চন্তাই কাদের বলা হয় ?

উত্তর -

৭। বর্তমানে খার্চি পূজা কোথায় হয় ?

উত্তর -

৮। "এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত হয়ে আসছে।" কোন্ প্রথার কথা এখানে বলা হয়েছে?

উত্তর -

৯। ত্রিপুরি লোক সম্প্রদায় 'তুইমা' বা গঙ্গা পূজা কোন্ মাসে করে ?

উত্তর -

১০। শিব ব্যতীত অন্যসব দেবদেবীর মুখ কী দিয়ে নির্মিত হয় ?

উত্তর -

রচনাধর্মী প্রশ্ন : **মান–৫**

১) প্রশ্ন- "এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ত্রিপুরা বিশ্ব-সংস্কৃতির এক মহান পীঠভূমি।"- কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ ?

উত্তর- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বিজয়কুমার দেববর্মনের লেখা 'আদিবাসী ত্রিপুরি সমাজের পূজা উৎসব' নামক প্রবন্ধের অংশ।

প্রশ্ন- এখানকার বিভিন্নতা গুলি কী কী ?

উত্তর - ত্রিপুরায় পাহাড় ও সমতলের বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ দেখা যায়। এখানে নানা জাতি-উপজাতির বসবাস আছে। এছাড়াও আছে আচার-আচরণগত বিভিন্নতা, পূজা-উৎসবের বৈচিত্র্য , ভাষার পার্থক্য, কৃষির বিশেষত্ব- সব মিলিয়ে ত্রিপুরার বৈচিত্র্য যেন ভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

প্রশ্ন- ত্রিপুরাকে বিশ্ব সংস্কৃতির পীঠভূমি বলার কারণ কী?

উত্তর - আদিম কাল থেকেই ত্রিপুরায় নানা উপজাতি গোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। বিভিন্ন উপজাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখানকার মানুষগুলি এক অভিন্ন সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করে। নানান উপজাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যে ত্রিপুরা রাজ্য মহিমান্বিত বলে ত্রিপুরাকে বিশ্ব সংস্কৃতির পীঠভূমি বলা হয়। (১+২+২ = ৫)

২) প্রশ্ন- "এই পূজা চেংলাই পূজা নামে পরিচিত" (১+১+১+২ = ৫)

প্রশ্ন- কোন্ পূজা চেংলাই পূজা নামে পরিচিত?

উত্তর -

প্রশ্ন- এই পূজা কারা করে ?

উত্তর -

প্রশ্ন- কী উদ্দেশ্যে এই পূজা করা হয় ?

উত্তর-

প্রশ্ন- এই পূজার অবশ্য পালনীয় রীতিগুলি কী কী ?

উত্তর -

৩. প্রশ্ন- ত্রিপুরিদের জাতীয় উৎসব কোন্‌টি ? (১+১+১+২ = ৫)

উত্তর -

প্রশ্ন- এই জাতীয় উৎসবটি অতীতে কোথায় করা হত ?

উত্তর -

প্রশ্ন- এই উৎসব কোন্ সময়ে করা হয় ?

উত্তর -

প্রশ্ন- এই পূজার বিগ্রহে কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

উত্তর -

৪. প্রশ্ন- ত্রিপুরি সমাজের অন্য আর একটি পূজাপার্বণের নাম ‘কের’ উৎসব।” ১ + ১ + ১ + ২ = ৫

প্রশ্ন- কের পূজায় কোন্ কোন্ দেবদেবীর পূজা করা হয় ?

উত্তর -

প্রশ্ন- কখন কের পূজা হয়?

উত্তর -

প্রশ্ন- কের পূজার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর -

প্রশ্ন- কের পূজার একটি বিশেষত্ব লেখো ?

উত্তর -

৫. “এই সমাজে পৌরাণিক দেবতা ‘গণেশ’ গড়িয়া নামে পরিচিত।” ১ + ১ + ১ + ২ = ৫

প্রশ্ন - কোন্ সমাজে ‘গণেশ’ গড়িয়া নামে পরিচিতি পান ?

উত্তর -

প্রশ্ন - ‘গড়িয়া’ পূজা কবে আরম্ভ হয় ?

উত্তর -

প্রশ্ন - ‘গড়িয়া’ পূজা কতদিন ধরে চলে ?

উত্তর -

প্রশ্ন - ভগবান ‘গড়িয়া’ দেবতাকে কীভাবে রূপ দেওয়া হয় ?

উত্তর -

একক : ৩ ছোটো গল্প

'ইচ্ছাপূরণ'

লেখক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি: (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাঙালির চিরন্তন গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫ শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাদেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা লাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে উঠেন।

ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি 'বনফুল', 'কবি কাহিনী' এবং 'ভানুসিং ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিক্রমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সীমা থেকে অসীমে এবং আত্মা থেকে পরমাত্মার মিলনই রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ বিশ্বভাবনায় সদা বিচরণকারী বলে তিনি 'বিশ্বকবি'।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হল - 'প্রভাতসংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা, চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'পূরবী', 'পুনশ্চ', 'প্রান্তিক', 'আরোগ্য', 'নবজাতক', 'শেষলেখা' প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তিনখন্ডে 'গল্পগুচ্ছ' তাঁর ছোটগল্পের সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী নাটকগুলো হল - 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি। অসংখ্য গান রচনা করেন বাংলা সংগীত জগতে অমৃতবৎ। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরনীয় কীর্তি।

আসলে তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, সংগীতকার, চিত্রশিল্পী তেমনি অন্যদিকে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ২২ শে শ্রাবণ) রাখি পূর্ণিমার দিন। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' রচয়িতা একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠ্যাংশের উৎস : 'ইচ্ছাপূরণ' ছোটগল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' এর দ্বিতীয় খন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পটির রচনাকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

বিষয় সংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের প্রধান দুটো চরিত্রের একজন হলেন বৃদ্ধ সুবল চন্দ্র এবং অন্যজন হলেন সুবল চন্দ্রের পুত্র সুশীল চন্দ্র। সুশীল দুরন্ত বালক তেমনি পড়াশুনার অমনোযোগী। স্কুলে ভূগোল পরীক্ষা এবং পাড়ায় বোসদের বাড়িতে সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো হবে, সেই জন্য সে স্কুলে না যাওয়ার জন্য পেট কামড়ের ভান করল। তার পিতা সুবল চন্দ্র ছেলের ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা বুঝতে পেরে তাকে ঘরবন্দি করে পাচন তৈরি করে খাওয়াবে বলে স্থির করে। এই দিকে সুশীল চন্দ্র বাবার শাসনে বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবে যদি বাবার মতো বড়ো হতো তবে স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই করে বেড়াত। অন্যদিকে সুবল চন্দ্র ভাবে যদি আবার ছেলে বেলা ফেরত পেতেন তবে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে সময় কাটাতেন।

ইচ্ছাঠাকুরণ পিতা সুবল চন্দ্র এবং পুত্র সুশীল চন্দ্র উভয়ের ইচ্ছাই পূরণ করলেন। ফলে সুবল চন্দ্র কম বয়সী ছোটো বালক আর সুশীল চন্দ্র বুড়ো। কিন্তু সুখী হওয়ার পরিবর্তে তাদের জীবনে আরো মুশকিল বেড়ে গেল। কাল পর্যন্ত যে সুশীল চন্দ্র খেলে কাটাত আজ তার খেলার ইচ্ছেই চলে গেছে। বরং ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর অন্যদিকে সুবল চন্দ্র ভেবেছিল ছেলেবেলায় ফিরে গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবেন কিন্তু যখন ছেলে বেলা ফিরে পেলেন তখন তিনি আর স্কুলে যেতে চাইছেন না। এছাড়াও নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে দুইজনই। তাই উভয়েই অস্থির হয়ে আবার নিজ নিজ পূর্ব বয়স ফিরে পেতে চাইলেন। তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইচ্ছাঠাকুরণ তখন আবার তাদের ইচ্ছাপূরণ করল। দুজনেরই মনে হল এরা যেন স্বপ্ন থেকে জাগলেন। আসলে 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি মানব মনের বয়সভিত্তিক অবস্থানের অসন্তুষ্টির গল্প।

শব্দার্থ:

দুর্বল- বলহীন

অস্থির- চঞ্চল

তুড়ি- হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে মধ্যমা বা অনামিকার সংযোগে শব্দ করা।

নুড়ি- ছোটো পাথরের টুকরো।

ব্যামো- অসুখ।

হিম- ঠান্ডা

শিষ্ট- ভদ্র

জ্যাঠামি- পাকামি

একরাশ - অনেকগুলো

উচ্চৈস্বরে- জোরে

ধূমধাম- জাঁকজমক

পদ পরিবর্তন করো : **মান- ১**

মাটি - মেটে

শরীর -

রামায়ণ -

আরম্ভ -

ভূগোল -

লোভ -

বয়স -

সাহস -

পূর্ণ -

গাছ -

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **(মান- ১)**

১) 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটির লেখক কে?

ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উ: ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২) স্কুলে কী বারে ভূগোল পরীক্ষা ছিল?

ক) সোমবার খ) বুধবার

গ) শুক্রবার ঘ) শনিবার

উ:-

৩) পাড়ার বোসদের বাড়িতে কার সারাদিন কাটানোর ইচ্ছে ছিল?

ক) সুবলের খ) সুশীলের

গ) সুনীলের ঘ) সুমিতের

উ:-

৪) সুবল চন্দ্র সুশীলের জন্য কী ঔষধ তৈরি করে এনেছিল?

ক) ট্যাবলেট খ) কবিরাজি বড়ি

গ) পাচন ঘ) নিমপাতা

উ:-

৫) সেই সময় ঘরের বাহির দিয়ে কে যাচ্ছিল?

ক) ইচ্ছাঠাকুরুণ খ) দাদাঠাকুর

গ) সুবল চন্দ্র ঘ) সুশীল চন্দ্র

উ:-

৬) কোন্ গাছে উঠতে গিয়ে বুড়া সুশীল মাটিতে পড়ে গেল?

ক) আম গাছ খ) আমড়া গাছ

গ) জাম গাছ ঘ) লিচু গাছ

উ:-

৭) লজেন চুষের প্রতি কার বড়ো লোভ ছিল?

ক) সুশীল চন্দ্রের খ) সুনীল চন্দ্রের

গ) সুবল চন্দ্রের ঘ) সুভাষ চন্দ্রের

উ:-

৮) বুড়ো সুশীল তার বৃদ্ধ বন্ধুদের সঙ্গে কী খেলা খেলতেন?

ক) লুডো খ) পাশা

গ) দাবা ঘ) ক্যারাম

উ:-

৯) সুবল চন্দ্র কার কাছে গল্প শুনতো?

ক) ঠাকুরদাদা খ) ঠাকুরমা

গ) দিদিমা ঘ) দিদি

উ:-

১০) প্রত্যহ কম খাওয়াতে সুবল চন্দ্র কি রকম হয়েছিল?

ক) রোগা খ) মোটা

গ) ছোটো ঘ) পাতলা

উ:-

ভাষারীতির পরিবর্তন করো : মান- ১

১) **ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত। (চলিত রীতি)**

উ:- ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়োতে পারত।

২) ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত। (চলিত রীতি)

উ:-

৩) অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুল যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। (চলিত রীতি)

উ:-

৪) দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারী মুশকিল বাধিয়া গেল। (চলিত রীতি)

উ:-

৫) পানা পুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। (চলিত রীতি)

উ:-

৬) বৃদ্ধ সুশীল চন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত। (চলিত রীতি)

উ:-

৭) সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। (চলিত রীতি)

উ:-

৮) এক এক দিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে। (চলিত রীতি)

উ:-

৯) দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছে। (চলিত রীতি)

উ:-

১০) সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।" (চলিত রীতি)

উ:-

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : (মান- ১)

১) **'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?**

উ:- 'ইচ্ছাপূরণ' ছোট গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের অন্তর্গত।

২) সুবল চন্দ্রের পুত্রের নাম কী ছিল?

উ:-

৩) শনিবারে স্কুলে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল?

উ:-

৪) বেশি আদর পেয়ে কার ভালো রকম পড়াশুনা হয়নি?

উ:-

৫) ইচ্ছাঠাকুরুণ কোথায় দিয়ে যাচ্ছিলেন?

উ:-

৬) সুশীল চাকরকে কত টাকার লজেনচুষ কিনে আনতে দিল?

উ:-

৭) "বাবা, ইস্কুলে যাবে না"- কার উক্তি?

উ:-

৮) বৃদ্ধ সুশীল চন্দ্র চোখে চশমা দিয়ে কি বই পড়ত?

উ:-

৯) মাস্টার মশাই সুবলচন্দ্রকে রাত কয়টা পর্যন্ত পড়াত?

উ:-

১০) বৃদ্ধ সুশীল কতদিন সর্দি কাশিতে বিছানায় পড়েছিল?

উ:-

রচনাধর্মী প্রশ্ন : (মান- ৫)

১) 'আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি'

অ) কোন্ গল্পের অংশ?

আ) কে, তার জন্য পাঁচন তৈরি করবে?

ই) কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছে?

উ:- অ) আলোচ্য অংশটি বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের অন্তর্গত।

আ) 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে পিতা সুবল চন্দ্র তার পুত্র সুশীল চন্দ্রের জন্য পাঁচন তৈরি করবে।

ই) 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের অন্যতম চরিত্র সুশীল চন্দ্র তার পিতা সুবল চন্দ্রকে মিথ্যা কথা বলল যে, তার পেট কামড়াচ্ছে তাই সে স্কুলে যাবে না। আসলে শনিবারে স্কুলে ভূগোল পরীক্ষা এবং তার সঙ্গে পাড়ার বোসদের বাড়িতে সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো। তাই সেখানেই সুশীল মহা আনন্দে সারা দিন কাটিয়ে দিতে চায়। পিতা সুবল চন্দ্র তার পুত্রের মানসিকতা বুঝতে পেরে সুশীলকে জব্দ করার পরিকল্পনা করেন। তাই তিনি সুশীলকে বললেন, "তোর স্কুলে যেতে হবে না, শুয়ে থাক, আমি তোর জন্য পাঁচন নিয়ে আসছি।" এই প্রসঙ্গে সুবল চন্দ্র এমন কথা বলেছেন। (১+২+২ = ৫)

২) "দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে,

কিন্তু ভারী মুশকিল বাধিয়া গেল"

অ) দুইজন কে কে? আ) দুইজনের ইচ্ছা কে পূরণ করেছিল? ই) দুইজনের ইচ্ছাপূরণের পর কী ধরণের মুশকিল সৃষ্টি হয়েছে? (১+১+৩= ৫)

উত্তর :

৩) 'বুড়ো সুশীলের বড়ো গোল বাধিল'

অ) কোন্ গল্পের অংশ? আ) সুশীল বুড়ো হওয়ার কী কী গোল বেঁধেছিল তা সংক্ষেপে লেখো। (১+৪= ৫)

উত্তর :

৪) 'সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়'

অ) কার লেখা? আ) কার কোথায় দিন কাটানোর ইচ্ছে? ই) প্রসঙ্গ আলোচনা করো। (১+২+২=৫)

উত্তর :

৫) 'এক একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত'

অ) কার কী ভুলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

আ) এই ভুলে যাওয়ার ফলে সে কী কী কাজ করেছিল? (২+৩=৫)

উত্তর :

একক : ৩ ছোটো গল্প

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এর জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে। রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি। বর্ণময় জীবনের অধিকারী শরৎচন্দ্রের লেখায় সেই অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে - 'বড়দিদি' , 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' , 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি । তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে 'লালু', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত।

উৎস : 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি 'হরিলক্ষ্মী ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পসংকলন গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই গল্পটি পরবর্তী সময়ে 'শরৎসমগ্র' দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে। গল্পটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গাবাসী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সারাংশ : 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটো গল্পটির বিষয়বস্তু খুবই মর্মস্পর্শী। অভাব - অনটনের সংসারে জন্ম দিয়েই মা চিরকালের মত মেয়ের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে পরলোক গমন করেন। যে মেয়ে জন্মলগ্নে মা কে হারিয়েছে, এমন মেয়ের নাম 'অভাগী' রেখে বাবা হয়তো তার মনের জ্বালা মেটাতে নামের মর্যাদা দিলেন। অবহেলার মাঝে ও অভাগী বেঁচে ছিল কাঙালির মা হবার জন্য। দিন- মাস- বছর পেরিয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল। বাবা মেয়ের বিয়ে দিলেন রসিক দুলের সঙ্গে। কাঙালির জন্মের পর রসিক দুলে অন্যগ্রামে আর এক স্ত্রীকে নিয়ে ঘরসংসার বাধে। অসহায় স্বামী পরিত্যক্তা অভাগীর অধিক কিছু আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কাঙালিই অভাগীর জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। এখন কাঙালি চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোর।

মুখুজ্জের গৃহিণীর শেষকৃত্যে ছেলের হাতের মুখশালা দেখে অভাগীর মনে পড়ে যায় কাঙালির কথা। তার বিশ্বাস ছেলের হাতের আগুন পেলে স্বর্গের রথকে আসতেই হবে। এই লোভেই সে অনেকটা স্বেচ্ছা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। প্রচন্ড জ্বরে ও ইচ্ছা করেই কোনো ঔষধ খায় নি। কয়েকদিন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে অভাগী। খবর পেয়ে অভাগীর স্বামী রসিক দুলেও ছুটে আসে। যে দিন রসিক দুলে এল সেদিনের রাতের ভোর অব্ধি অভাগী তার অপেক্ষা করতে পারল না। রাত শেষ হবার আগে সে ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করে। বহু চেষ্টা করেও মায়ের সৎকার করা কাঙালির সম্ভব হয়নি। অবশেষে সামান্য অগ্নি সংযোগ করে অভাগীকে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

শব্দার্থ লেখো : মান-১

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া - শবদেহ দাহের কাজ স্বর্গারোহন -

ইয়ত্তা - ক্রোড় -

অঙ্ক - শশব্যস্ত -

নিকে - নাড়ি -

গোমস্তা- নুড়ো -

চালাকি -

পদ পরিবর্তন করো : মান- ১

প্রথম - প্রাথমিক অগ্নি - জিজ্ঞাসা -

শিশু - লোক- ইতিহাস-

গ্রাম- জীবন- গাছ-

বিস্মিত-

রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : মান- ১

১) আমাকে ও আশীর্বাদ করে যাও।

উত্তর - কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি।

২) মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস।

উত্তর -

৩) কাঙালিচরণ, বাবা আমার।

উত্তর -

৪) পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে।

উত্তর -

৫) অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

উত্তর -

৬) কাঙালি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল ।

উত্তর -

ভাষারীতির পরিবর্তন করো :

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালির মা ইহার অর্থ বুঝিল , কিন্তু তাহার ভয় হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস? (চলিত রীতিতে)

উত্তর :

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো (√) : **মান-১**

১. "রহিল তার হাটে যাওয়া" - কে হাটে যাচ্ছিল?

(অ) কাঙালি (আ) অভাগী (ই) জমিদার (ঈ) রসিক বাঘ

উত্তর : (আ) অভাগী।

২. " কাঙালি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল"- কাঙালি কার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল?

(অ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (আ) রসিক দুলে (ই) জমিদারের (ঈ) তালুকদারের

৩. কাঙালির বয়স কত ?

(অ) চোদ্দো-পনেরো (আ) চোদ্দো-ষোলো (ই) তেরো-চোদ্দো (ঈ) বারো- তেরো

৪. "সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই"- তাহাকে বলতে --

(অ) কাঙালিকে (আ) অভাগীকে (ই) জমিদারকে (ঈ) কাঙালির বাপকে

৫. "বেশ করেছে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি"?- হারামজাদা বলা হয়েছে?

(অ) কাঙালিকে (আ) অভাগীকে (ই) রসিক বাঘকে (ঈ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে

৬. "সে তো সোজা কথা নয়" - কোন্ কথা সোজা নয়?

(অ) ছেলের হাতের আগুন (আ) রূপকথার গল্প (ই) জমিদারের খাজনা (ঈ) কোনোটিই নয়

৭. " না দিক গে" - আয় তোকে রূপকথা বলি।" - কী না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?

(অ) কাঠ (আ) পয়সা (ই) জলপানির পয়সা (ঈ) কোনোটিই নয়

৮. কাঙালির মায়ের অন্ত্যেষ্টির জন্য অধীর রায় গাছের দাম বাবদ কত টাকা চেয়েছিল ?

(অ) পাঁচ টাকা (আ) ছয় টাকা (ই) সাত টাকা (ঈ) আট টাকা

৯. "ওই যে রে ও গায়ে উঠে গেছে" - কার কথা বলা হয়েছে?

(অ) জমিদার (আ) জমিদারের দারোয়ান (ই) রসিক বাঘ (ঈ) অধীর রায়

১০. রসিক বাঘ বাড়ির উঠানের কোন্ গাছ কাটতে যাওয়ায় জমিদারের দারোয়ান তাকে চড় মেরেছিল?

(অ) আম গাছ (আ) জাম গাছ (ই) বেল গাছ (ঈ) কাঁঠাল গাছ

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : **মান—১**

১. 'অনিলাদেবী' কার ছদ্মনাম ?

উত্তর - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম অনিলাদেবী।

২. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি কোন্ গল্প সংকলন থেকে গৃহীত ?

উত্তর -

৩. শ্মশানের অবস্থান কোথায় ?

উত্তর -

৪. গ্রামে নাড়ি দেখতে কে জানত ?

উত্তর -

৫. " সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল" - কী শুনেছিল?

উত্তর -

৬. "সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই"। পরামর্শটি কী ছিল ?

উত্তর -

৭. "অভাগীর আশা হইয়াছে" - অভাগীর কী আশা হয়েছে ?

উত্তর -

৮. কাঙালির বাবার নাম কী ?

উত্তর -

৯. বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কীসে অতিশয় সংগতিপন্ন ছিলেন ?

উত্তর -

১০. কাঙালির জলপানির পয়সা কত ছিল?

উত্তর -

রচনাধর্মী প্রশ্ন : **মান–৫**

১। "সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল।"

— উৎসব কী ?

উত্তর -উৎসব হল আনন্দের অনুষ্ঠান। সেখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। হইচই হয়, কাজের ব্যস্ততায় আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে।

'উৎসব বাধিয়া গেল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর - ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা গেলে তার সাত ছেলে মেয়ে, পুত্রবধূ- জামাই ও নাতি-নাতনি সহ পাড়া প্রতিবেশী, স্বজন-পরিজন, চাকর বাকরের সমাগমে শোক গৌণ হয়ে উৎসবের সঙ্গে নিজের ফারাক মুছে ফেলে। এই ঘটনাকেই এখানে 'উৎসব বাঁধিয়া গেল' বলা হয়েছে।

—কেন সেটি উৎসবের আকার নিয়েছিল ?

উত্তর - ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা যাওয়ায় প্রচুর আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য লোকজনের আগমনে ও ধনী গৃহিনীর শবযাত্রায় বৈভবের প্রাচুর্য বজায় রাখায় সেখানে শোক প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বিষয়টা উৎসবের চেহারা নিয়ে নিয়েছিল।

(১+২+২ = ৫)

২। "এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না।" কার উক্তি ? কে নড়তে পাড়ল না ? সে তখন কোথায় যাচ্ছিল? দৃশ্যটির বিবরণ দাও? (১+১+ ১+২= ৫)

উত্তর -

৩। "বাঘের অন্য বাঘিনি ছিল"- বাঘটি কে? বাঘিনি কে? অন্য বাঘিনি থাকার ফল কী হয়েছিল? (১+১+৩ = ৫)

উত্তর -

৪। "এই ঘন্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল" - এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কাদের এই উক্তি? 'ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতা' কী? এই অভিজ্ঞতার পরিণাম হিসেবে সে কী করেছিল?

(১+২+২ = ৫)

উত্তর -

৫। "মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।"- কার মরণকালের কথা বলা হয়েছে? কাকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল? কে পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল? এই রকম কান্নার কারণ কী? (১+১+১+২ = ৫)

একক : ৪

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

(ক) সন্ধি

পরপর সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন— বিবেকানন্দ = বিবেক + আনন্দ

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার— স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি ঃ স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—

বেদান্ত = বেদ + অন্ত	হিমালয় = হিম + আলয়	যথার্থ = যথা + অর্থ	বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র	অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা	যথোচিত = যথা + উচিত	রমেশ = রমা + ঈশ
শীতার্ত = শীত + ঋত	জনৈক = জন + এক	যদ্যপি = যদি + অপি	নয়ন = নে + অন
পবিত্র = পো + ইত্র	স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ।		

ব্যঞ্জন সন্ধিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

যেমন— দিগন্ত = দিক্ + অন্ত

ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র	শরদিন্দু = শরৎ + ইন্দু	সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
বিপজ্জনক = বিপদ্ + জনক	উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল	উল্লাস = উৎ + লাস
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ	জগন্নাথ = জগৎ + নাথ	দংশন = দন্ + শন
শান্তি = শাম্ + তি	সংশয় = সম্ + শয়	বৃষ্টি = বৃষ্ + তি
সংস্কার = সম্ + কার	উত্থান = উদ্ + স্থান	মৃন্ময় = মৃৎ + ময়।

বিসর্গ সন্ধি ঃ বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি তাকে বিসর্গসন্ধি বলে।

যেমন— নিশ্চল = নিঃ + চল

চতুষ্টয় = চতুঃ + টয়	ইতস্ততঃ = ইতঃ + ততঃ	নিস্তেজ = নিঃ + তেজ

ততোধিক = ততঃ + অধিক | তপোবন = তপঃ + বন | তিরোধান = তিরঃ + ধান

অহরহঃ = অহঃ + অহঃ | অন্তর্হিত = অন্তঃ + হিত | নিরঙ্কুশ = নিঃ + অঙ্কুশ

নীরদ = নিঃ + রদ | নীরব = নিঃ + রব | নমস্কার = নমঃ + কার

মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট | অতএব = অতঃ + এব | দুস্থ = দুঃ + স্থ

গীষ্পতি = গীঃ + পতি | আহোরাত্র = অহঃ + রাত্র।

বাংলা সন্ধি

খাঁটি বাংলা সন্ধি ঃ দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির কোথাও মিলন হয়, কোথাও ধ্বনি দুটির একটি লোপ পায়, আবার কোথাও বা তাদের কিছুটা বিকৃতি ঘটে। এটাই খাঁটি বাংলা সন্ধি।

বাংলা সন্ধি দু-ধরনের— স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি।

বাংলা স্বরসন্ধি ঃ শতেক = শত + এক | যাচ্ছেতাই = যা + ইচ্ছে + তাই | মতান্তর = মত + অন্তর

বাপান্ত = বাপ + অন্ত | শিরোপরি = শির + উপরি | যশাকাঙ্ক্ষা = যশ + আকাঙ্ক্ষা

ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী | ছোটর = ছোট + এর

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি ঃ কাঁচাকলা = কাঁচা + কলা | টাকশাল = টাকা + শাল | মিসকালো = মিসি + কালো

জগমোহন = জগৎ + মোহন | ডাগ্‌ঘর = ডাক + ঘর | বাবভাই = বাপ + ভাই

বট্‌ঠাকুর = বড় + ঠাকুর | নাজ্জামাই = নাত + জামাই | কন্না = কর + না

চাশ্‌শ = চার + শ | গবেষণা = গো + এষণা | বনস্পতি = বন + পতি

নিপাতন সন্ধি ঃ যে সমস্ত শব্দ সন্ধি সূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়মমতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পেয়ে অন্যপ্রকার রূপলাভ করে, নিয়ম- বহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতন সন্ধি বলা হয়।

নিপাতন সন্ধি ঃ কুলটা = কুল + অটা | সমর্থ = সম + অর্থ | প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ়

সারঙ্গ = সার + অঙ্গ | অন্যোন্য = অন্য + অন্য | মার্তন্ড = মার্ত + অন্ড

সীমন্ত = সীমন্ + অন্ত।

নিপাতন সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি ঃ তস্কর = তদ্ + কর | ষোড়শ = ষট্ + দশ | একাদশ = এক + দশ

দ্যুলোক = দিব্ + লোক | আস্পদ = আ + পদ | পরস্পর = পর + পর

পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি | সিংহ = হিন্‌স্ + অ | প্রায়শ্চিত্ত = প্রায় + চিত্ত

পুংলিঙ্গ = পুমস্ + লিঙ্গ।

সন্ধিবিচ্ছেদ করো ঃ লজ্জাকর = | পুনরাদেশ = | সদ্যোজাত = **মান-১**

তরুচ্ছায়া = | যদ্যপি = | প্রত্যহ =

মন্বন্তর = | মৃত্যুঞ্জয় = | গীষ্পতি =

উত্তমর্ণ = | গণেন্দ্র = | নিষ্ফল =

শীতার্ত = | মনীষা = | পাবক =

স্বর্গত = | তপোবন = | ঠাকুরালি =

শয়ন =	প্রত্যাখ্যান =	পুরোহিত =
সাজ্জন্ম =	কত্তাল =	দিঙ্‌নাগ =
ঘোড়াগাড়ি =	নিরাকার =	পাশ্‌সের =
নীরস =	পাশ্‌সের =	ডাগ্‌ঘর =
চিন্ময় =	পানফল =	পরিচ্ছদ =
	নমস্কার =	আবিষ্কার =
সঞ্চয় =	চতুরঙ্গ =	দুরবস্থা =
তিরোধাম =	নায়িকা =	অন্তরীক্ষ =
যথেষ্ট =	যশোলাভ =	নিস্তব্ধ =
পরস্পর =	সপ্তর্ষি =	অহংকার =
দুর্ঘটনা =	চলচ্চিত্র =	

খ. সমাস

(গ) সমাস ঃ সংক্ষেপে সুন্দর করে বলবার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ সমন্বযুক্ত দুটি বা তার বেশী পদকে একটি পদে পরিণত করার সমাস। যেমন—

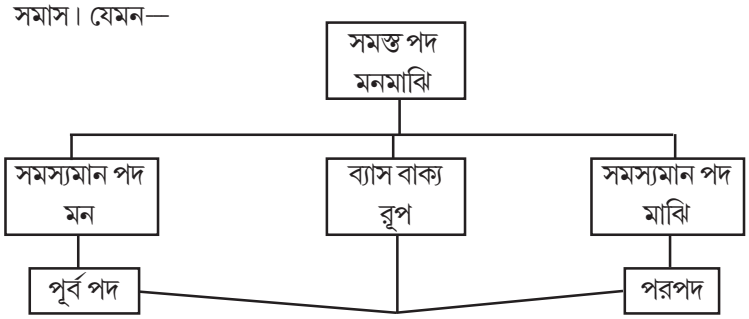

সমাসের প্রকারভেদ

অর্থগতভাবে সমাসগুলোকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) সংযোগমূলক ঃ দ্বন্দ্ব সমাস।

(খ) ব্যাখ্যামূলক ঃ দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব সমাস।

(গ) বর্ণনামূলক ঃ বহুব্রীহি সমাস।

অব্যয়ীভাব সমাস ঃ যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় এর সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের যে সমাস হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

যেমন— উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে (ব্যাসবাক্য)।

উপকূল = কূলের সমীপে (ব্যাসবাক্য)।

উপগ্রহ = ক্ষুদ্র গ্রহ (ব্যাসবাক্য)।

দ্বন্দ্ব সমাস ঃ যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধান থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন— **সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
নদ-নদী	নদ ও নদী	ভয়-ডর	ভয় ও ডর

বহুব্রীহি সমাস ঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থই প্রধানভাবে না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন—

সমস্ত পদ	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
পীতাম্বর	পীত অম্বর যার	দশানন	ব্যাসবাক্য
গৌরাঙ্গ	গৌর অঙ্গ যার	পঞ্চানন	পঞ্চ আনন যার

দ্বিগু সমাস ঃ যে সমাসে সমস্যমান পদসমূহে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয়, উত্তরপদটি বিশেষ্য থাকে এবং সমাসবদ্ধ পদটির দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—

সমস্ত পদ	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বৈমাতুর	দ্বি মাতার পুত্র
অষ্টধাতু	অষ্ট ধাতুর সমাহার	ষান্মাতুর	ষট্ (ছয়) মাতার পুত্র

তৎপুরুষ সমাস ঃ যে সমাসে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুটি পদের মধ্যে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধবোধক বিভক্তি চিহ্ন কিংবা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ লুপ্ত হয়ে গিয়ে উত্তরপদ বা পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়, সেই সমাসকে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন—

সমস্ত পদ	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
নবীন বরণ	নবীনকে বরণ	শ্রীহীন	শ্রী দ্বারা হীন
হাত দেখা	হাতকে দেখা	হাততালি	হাত দ্বারা তালি
মুখ ঢাকা	মুখকে ঢাকা	বাষ্পচালিত	বাষ্প দ্বারা চালিত

কর্মধারায় সমাস ঃ যে সমাসে পূর্বপদ পরপদের বিশেষণ রূপে অবস্থান করে এবং পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন—

সমস্ত পদ	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
মহাজন	মহৎ যে জন	হেডমাস্টার	হেড যে মাস্টার
বদ হজম	বদ যে হজম	নবান্ন	নব যে অন্ন

নিত্য সমাস ঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবন্ধ থাকে, ব্যাস বাক্য হয় না, ব্যাস বাক্য গঠনের জন্য অন্য পদের প্রয়োজন পড়ে, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন—

সমস্ত পদ	**ব্যাস পদ**	**সমস্ত পদ**	**ব্যাস পদ**
ভাষান্তর	অন্য ভাষা	দেখা মাত্র	কেবল দেখা
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	একমাত্র	কেবল মাত্র
দেশান্তর	অন্য দেশ	বকাবকি	কেবল বকা
বলাবলি	কেবল বলা	চিহ্নমাত্র	কেবল চিহ্ন
পানার্থ	পানের জন্য	স্নানার্থ	স্নানের জন্য

বজ্রনিভ	বজ্রের তুল	ফেননিভ	ফেনের ন্যায়
জলমাত্র	কেবল জল	পক্ষান্তর	অন্য পক্ষ

ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো

যথাশক্তি	—	নগণ্য	—	পঞ্চপ্রদীপ	—	অপয়া	—	হরিণাক্ষ
পান্নাসবুজ	—	দেবর্ষি	—	অলৌকিক	—	আমসন্দেশ	—	ভিক্ষান্ন
শোকসমুদ্র	—	চরণপদ্ম	—	প্রাণপাখি	—	অগ্নিভয়	—	কাগজকালো
অকুতোভয়	—	মর্মরনিভ	—	ছায়াতরু	—	কানাকানি	—	তন্মাত্র
দ্বাদশ	—	সপ্তাহ	—	খেচর	—	পথসভা	—	পঞ্চভূত
যুধিষ্ঠির	—	সত্যবার্তা	—	তেলেভাজা	—	উপদেবতা	—	গরহাজির
নামঞ্জুর	—	আদ্যন্ত	—	জপমালা	—	মাথাপিছু	—	উপদ্বীপ
ছেলে ভুলানো	—	আটচালা	—	হাভাত	—	ব্যক্তিগত	—	গোষ্পদ
দ্বীপ	—	গতায়াত	—	চিরসাথী	—	ভাই ফোঁটা	—	ধনী দরিদ্র
মা-হারা	—	মৃগনয়না	—	নিরুপমা	—	আকণ্ঠ	—	পদ্মনাভ
হরির লুঠ	—	পঞ্চদশ	—	বুকফাটা	—	গাছ পাকা	—	জয়মুকুট
সুগন্ধি	—	ডাকমাশুল	—	উদয়সাগর	—	সজাতি	—	বীণাপানি
বিষাদসিন্ধু	—	ত্রিফলা	—	কথাবার্তা	—	শশাঙ্ক	—	দশচক্র
রাজপুত্র	—	জোয়ার ভাঁটা	—	উপবন	—	রূপশালী	—	মনগড়া
অনাদি	—	শুভকর্ম	—	নাটমন্দির	—	শতাব্দী	—	শোকাগ্নি।

(গ) উপসর্গ ও অনুসর্গ

উপসর্গ ঃ যে সকল অব্যয় কোনো প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যারা ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গ তিন প্রকার। সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ ও বিদেশি উপসর্গ।

সংস্কৃত উপসর্গ ঃ প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির্ (নিঃ), দুর্ (দুঃ), বি, অধি, সু, উদ্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ— এই কুড়িটি। একই ধাতুর পূর্বে এক-একটি উপসর্গ যুক্ত হলে অর্থের যে পরিবর্তন ঘটে, তা নিম্নরূপ—

আ + কৃ = আকার (মূর্তি)

বি + কৃ = বিকার (প্রলাপ)

অধি + কৃ = অধিকার (দখল)

অপ + কৃ = অপকার (ক্ষতি)

বাংলা উপসর্গ ঃ বাংলা উপসর্গগুলো ধাতুর পূর্বে না বসে বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন—

কু — মন্দ অর্থে ঃ কু-কাজ, কু-নজর, কু-দিন, কু-কথা।

সু — ভাল অর্থে ঃ সু-নজর, সু-রাহা।

না — না বা নয় অর্থে ঃ না-টক, না-ছোড়, না-বালক।

বি — নেই বা নিন্দার্থে ঃ বিজোড়, বিকল, বিটোল।

ভর— পূর্ণ অর্থে ঃ ভর সন্ধে, ভর পেট, ভর দুপুর।

হা — অভাবার্থে ঃ হা ঘরে, হা-ভাতে।

বিদেশী উপসর্গ ঃ বিদেশী উপসর্গগুলোও ধাতুর পূর্বে না বসে বিশেষ্য ও বিশেষণের পূর্বে বসে। বিদেশি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ

হল— ফুল— ফুলবাবু, ফুল জামা

হাফ— হাফ হাতা, হাফ দাম।

হেড — হেড মাষ্টার, হেড পন্ডিত।

মিনি — মিনিবাস, মিনিহোটেল।

আম — আম দরবার, আম আদমি।

গর — গরমিল, গর হাজির।

অনুসর্গ

অনুসর্গ ঃ যে সকল অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে পৃথকভাবে অবস্থান করে শব্দ বিভক্তির কাজ করে, তাদের অনুসর্গ, পরসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় বলে। অনুসর্গ দু-প্রকার। যথা— শব্দজাত, অনুসর্গ, ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

শব্দ জাত অনুসর্গ ঃ দ্বারা, জন্য, জন্যে, বিনা, তারে, লাগিয়া, লাগি ইত্যাদি।

ক্রিয়াজাত অনুসর্গ ঃ দিয়া, বলিয়া, ধরিয়া, করিয়া, হইতে, হতে ইত্যাদি।

উপসর্গ ও অনুসর্গের পার্থক্য ঃ

- উপসর্গ সবসময় ধাতু বা শব্দের আগে বসে। অনুসর্গ সবসময় শব্দের পরে বসে।
- উপসর্গ আগে বসে ধাতু বা শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অনুসর্গ শব্দের পরে বসে কখনও অন্য পদের সঙ্গে একাত্ম হয় না। নিজের অস্তিত্বকে স্বতন্ত্র করে রাখে।
- উপসর্গের কখনও স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। অনুসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার আছে।
- উপসর্গ মূলত অব্যয়, কিংবা বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি অনুসর্গ মূলত শব্দ— তা সে অব্যয় হোক কিংবা ক্রিয়াপদ।
- উপসর্গের কাজ নির্দিষ্ট ধাতু বা শব্দের আগে বসে তার অর্থ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটানো। অনুসর্গের কাজ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে অন্য পদের সঙ্গে তার কারক সম্বন্ধ বোঝানো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর গুলো লেখো ঃ

১। উপসর্গ বলতে কি বোঝ? উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

২। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গের প্রকারভেদ লেখো।

উত্তর ঃ

৩। সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি? কী কী?

উত্তর ঃ

৪। দুটি বাংলা উপসর্গ সহযোগে শব্দ গঠন করো।

উত্তর ঃ

৫। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? প্রকারভেদ লেখো।

উত্তর ঃ

৬। একটি ক্রিয়াজাত অনুসর্গের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ

৭। একটি বিদেশি উপসর্গ সহযোগে শব্দ গঠন করো।

উত্তর ঃ

৮। উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

উত্তর ঃ

৯। বিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উত্তর ঃ

১০। একই ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ বসালে কীভাবে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে তা দেখাও।

উত্তর ঃ

(ঘ). উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণনীতি অনুযায়ী ধ্বনির বর্গীকরণ

- **ধ্বনি ঃ** মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে ন্যূনতম শব্দ উচ্চারণ করি তাকে ধ্বনি বলে। যেমন— আমরা যদি 'সততা' বলি তাহলে এর মধ্যে ধ্বনি পাই, স্ + অ + ত্ + অ + ত্ + আ । মোট ছয়টি ধ্বনি।

ধ্বনির প্রকারভেদ ঃ ধ্বনি দুই রকম। যথা– স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

- **স্বরধ্বনি ঃ** যে ধ্বনি উচ্চারণকালে বহির্গামী শ্বাসবায়ু কোথাও বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে।
- **ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ** যে ধ্বনি উচ্চারণকালে বহির্গামী শ্বাসবায়ু মুখের কোনো-না-কোনো অংশে বাধা পেয়ে বা স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **বর্ণ ঃ** ধ্বনিকে আমরা লিখিত রূপ দেবার জন্য যে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করি, সেই প্রতীক চিহ্নগুলোকে বলা হয় বর্ণ।
- **বর্ণের প্রকারভেদ ঃ** বর্ণ দুই প্রকার। যথা— স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

- **স্বরবর্ণ ঃ** স্বরধ্বনির লিপিগত প্রকাশের জন্য যে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ হল— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- **ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ** ব্যঞ্জনধ্বনির লিপিগত প্রকাশের জন্য যে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা ভাষায় একক ব্যঞ্জনবর্ণ হল—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, স, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ।

  স্বরবর্ণকে 'হ্রস্বস্বর' ও 'দীর্ঘস্বর'– এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।
- **হ্রস্বস্বর ঃ** যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণে অল্প সময় লাগে, সেগুলোকে বলে 'হ্রস্বস্বর'। যেমন, অ, ই, উ, ঋ।
- **দীর্ঘস্বর ঃ** যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে, তাদের বলে 'দীর্ঘস্বর'। যেমন—আ (অ্যা), ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- **মৌলিক স্বর ঃ** যে সকল স্বরবর্ণকে ভাঙা যায় না, তাদের বলে মৌলিক স্বর। যেমন—অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও।
- **যৌগিক স্বর ঃ** একাধিক স্বরধ্বনি যোগে গঠিত স্বরধ্বনির নাম যৌগিক স্বর বা সান্ধ্যক্ষর বা যুক্ত স্বর। যেমন— ঐ (অই/ওই), ঔ (অউ/ওউ)।
- **প্লুতস্বর ঃ** দূর-আহ্বান, গান ও রোদনকালে স্বর দীর্ঘতর হলে তাকে 'প্লুতস্বর' বলে। যেমন– "হে ভবেশ! একটু দাঁড়াও।" (হ-এ-এ-এ ভবেশ— এ-এ-এ-শ)।
- **স্পর্শ বর্ণ ঃ** 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে উচ্চারণ করতে 'জিহ্বা' বাগযন্ত্রের কোনো না কোনো অংশকে স্পর্শ করে। তাই তাদের স্পর্শবর্ণ বলে। এই পঁচিশটি বর্ণ হল—

  ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্।
- **বর্গ ঃ** স্পর্শ বর্ণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগে পাঁচটি করে বর্ণ আছে। এই ভাগগুলোকে বলে বর্গ।

বর্গ অনুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রকারভেদ

বর্ণ	বর্গ
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	ক – বর্গ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ	চ — বর্গ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ	ট — বর্গ
ত থ, দ, ধ, ন	ত — বর্গ
প, ফ, ব, ভ, ম	প — প বর্গ।

- **স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান**

স্বর ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	ধ্বনি বা বর্ণের নাম
অ, আ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্যধ্বনি
ই, ঈ	তালু	তালব্যধ্বনি
উ, ঊ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি
ঋ	মূর্ধা	মূর্ধন্য ধ্বনি
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ্য– তালব্যধ্বনি
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্যধ্বনি

- **মুখ গহ্বরে জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকারভেদ ঃ**

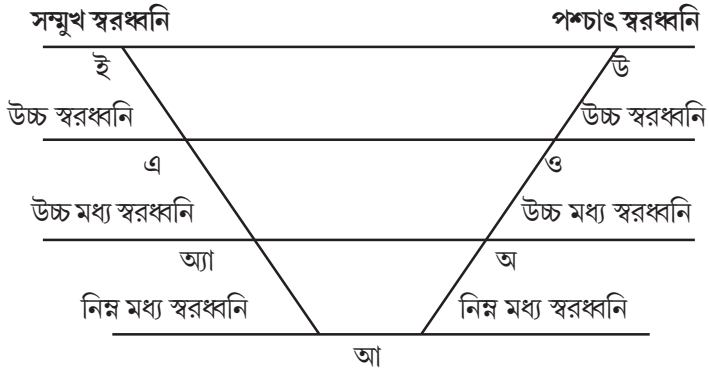

(কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি)

- **ওষ্ঠের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকারভেদ ঃ**

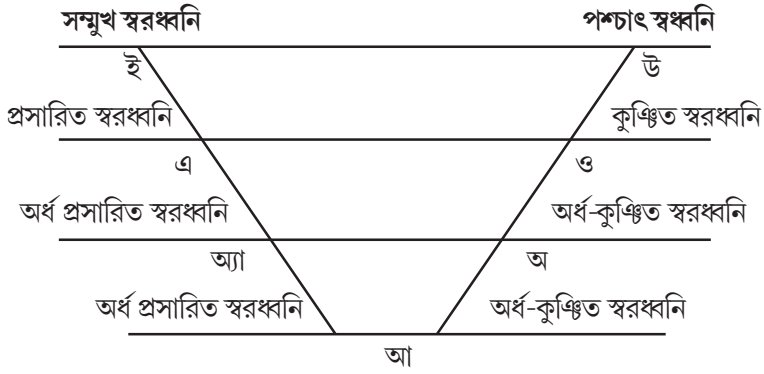

(গোলাকার স্বরধ্বনি)

- **মুখ গহ্বরের ভিতরে শূন্যতার পরিমাপ অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকারভেদ ঃ**

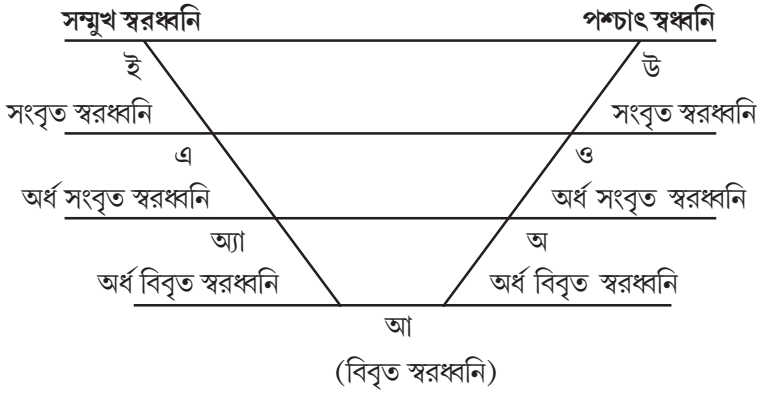

(বিবৃত স্বরধ্বনি)

- **অক্ষর ঃ** বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের যতটুকু অংশ সহজে একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, তার নাম অক্ষর।

  অক্ষর দুই প্রকার। যথা— (ক) স্বরান্ত অক্ষর
  (খ) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

- **বর্ণমালা ঃ** ধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্ন বা প্রতীককেই বর্ণ বলে।

  একটা একটা ফুল সাজিয়ে যেমন মালা গাঁথা হয়। তেমনি যে কোনো ভাষায় বর্ণকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে সেই ভাষায় বর্ণমালা গঠিত হয়। এক কথায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলিত সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে।
  বাংলা বর্ণমালা বলতে বোঝায় ধ্বনি সমূহের প্রতীক চিহ্নগুলোর সুবিন্যস্ত সমষ্টিকে।
  যেমন— স্বরবর্ণ — অ, আ, ই, ঈ ..... ইত্যাদি।
  ব্যঞ্জনবর্ণ— ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ... ইত্যাদি।
  এই যে বর্ণগুলোকে পরপর সাজানো হয়েছে সেগুলোকেই বর্ণমালা বলা হয়।

  - **সানুনাসিক স্বরধ্বনি ঃ** যে স্বরধ্বনি নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে সানুনাসিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন– আঁ, ইঁ, উঁ ইত্যাদি।
  - **নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি ঃ** যে স্বরধ্বনি নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় না, তাকে নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন– অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

উচ্চারণ স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ঃ

উচ্চারণ স্থান	শ্রেণি	অঘোষ বর্ণ		ঘোষ বর্ণ				উষ্মবর্ণ
		অল্প প্রাণ বর্ণ	মহাপ্রাণ বর্ণ	অল্প প্রাণ বর্ণ	মহাপ্রাণ বর্ণ	নাসিক্য বর্ণ	অন্তস্থ বর্ণ	
কণ্ঠ	ক-বর্গ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ		হ(ঘোষ)
তালু	চ-বর্গ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য়	শ(অঘোষ)
মূর্ধা	ট-বর্গ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ (অঘোষ)
দন্ত	ত-বর্গ	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স(অঘোষ)
ওষ্ঠ	প-বর্গ	প	ফ	ব	ভ	ম	ব	

- **উচ্চারণ স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ঃ**

  অল্পপ্রাণ বর্ণ ঃ প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে নিঃশ্বাস জোরে বার হয় না বলে এদের অল্পপ্রাণ বর্ণ বরে। যথা— ক, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, প্, ব্।

  মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণের উচ্চারণে নিঃশ্বাস যুক্ত হয় বলে এই বর্ণগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যথা—খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্।

  অঘোষ বর্ণ ঃ প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্থ স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় না বলে কণ্ঠস্বর মৃদু থাকে। এজন্য এই বর্ণগুলোকে অঘোষ বর্ণ বলে। যথা– ক্ খ্, চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্, প্ ফ্।

  ঘোষ বর্ণ ঃ প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণের সময় বাতাসের ধাক্কায় স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় বলে কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়, এজন্য এই বর্ণগুলোকে ঘোষ বর্ণ বলে। যথা– গ্ ঘ্ ঙ্, জ্ ঝ্ ঞ্, ড্ ঢ্ ণ্, দ্ ধ্ ন্, ব্ ভ্ ম।

নাসিক্য বর্ণ ঃ প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ঙ, ঞ্ ণ্ ন্ ম্— এই পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণকালে মুখ মধ্যস্থ বায়ু কেবল মুখ বিবর দিয়ে বহির্গত না হয়ে নাসিকা দিয়েও বহির্গত হয় বলে এই পাঁচটি বর্ণকে নাসিক্য বর্ণ বা অনুনাসিক বর্ণ বলে। যথা— ঙ = ং , ঞ্ = ন, ণ = ন্, ন্ = ন, ম্ = ম।

উষ্ম বর্ণ ঃ যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণে উষ্মা অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে তাদের উষ্ম বর্ণ বলে। যথা— শ্ , ষ্ স্ হ ।

অন্তঃস্থ বর্ণ ঃ একদিকে স্পর্শবর্ণ, অন্যদিকে উষ্মবর্ণ, এই দুটি শ্রেণির অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে স্থান বলে এবং উচ্চারণে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী বলে য্ র্ ল্ ব্ এবং চারটি বর্ণ অন্তঃস্থ বর্ণ।

আশ্রয় স্থানভাগী বর্ণ ঃ যে সকল বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের আশ্রয় ছাড়া উচ্চারিত হয় না, তাদের আশ্রয় স্থানভাগী বর্ণ বলে। যেমন— ং, ঃ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর গুলো লেখো ঃ

১। ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ লেখো।

উত্তর ঃ

২। বর্ণমালা কী ?

উত্তর ঃ

৩। দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বর কাকে বলে ? উদাহারণ লেখো।

উত্তর ঃ

৪। উচ্চারণ স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ লেখো।

উত্তর ঃ

৫। অল্পপ্রাণ বর্ণ কাকে বলে ? উদাহরণ লেখো।

উত্তর ঃ

৬। বর্ণ কাকে বলে ? বর্ণের সংখ্যা কয়টি ?

উত্তর ঃ

৭। মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী ?

উত্তর ঃ

৮। স্পর্শবর্ণ কয়টি ও কী কী ?

উত্তর ঃ

৯। আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ

১০। স্বরধ্বনির যে কোনো দুটি বর্ণের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর ঃ

১১। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের তিনটি উদাহরণ লেখো।

উত্তর ঃ

১২। অনুনাসিক স্বর কাকে বলে?

উত্তর ঃ

১৩। প্লুতস্বর কাকে বলে? উদাহরণ লেখো।

উত্তর ঃ

১৪। অক্ষর কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ

১৫। ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকারভেদ লেখো।

উত্তর ঃ

৬. কারক ও বিভক্তি

কারক ঃ বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ওই বাক্যের নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদগুলোর সম্পর্ককেই কারক বলা হয়।

প্রকারভেদ ঃ বাংলায় কারকের সংখ্যা ছয়টি। সেগুলো হল কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্তকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণ কারক।

কর্তৃকারক ঃ যে বিশেষ্য ও সর্বনাম বা বিশেষ্যস্থানীয় পদ বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াসম্পাদনের ভূমিকা নেয়, সেই পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ককে কর্তৃকারক বলা হয়।

বাক্যে ক্রিয়ার কাছে 'কে' বা 'কারা' দিয়ে প্রশ্ন করা হলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই হল কর্তা আর সেটিই হল কর্তৃকারক।

কর্তৃকারক সাধারণত 'অ' (শূন্য), এ, তে, য়, বিভক্তি যুক্ত হয়।

উদাহরণ ঃ কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি — নবনীতা স্কুলে যায়।

গোরাতে লাঙল টানে — কর্তৃকারকে 'তে' বিভক্তি।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়— কর্তৃকারকে 'এর' বিভক্তি।

পাগলে কী না বলে — কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি।

আমাকে যেতে হবে — কর্তৃকারকে 'কে' বিভক্তি।

কর্মকারক ঃ কর্তা যা সম্পাদন করে বা যাকে অবলম্বন করে বা আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

ক্রিয়ার কাছে 'কী' , 'কাকে' বা 'কাদের' দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটিই কর্মপদ আর সেটিই কর্মকারক।

তবে অন্য সব বিভক্তি— অ (শূন্য), এ, য়, তে/এতে, র/ এর বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ আমি তোমাকে ডাকছি— কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি।

বিকাশবাবু আমাদের ইংরেজি পড়ান— কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

আপনায় নিবেদন করছি— কর্মকারকে 'য়' বিভক্তি।

তুমি কাঁদতে লেগেছ— কর্মকারকে 'তে' বিভক্তি।

তাপস গাড়ি চালায়— কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

করণকারক ঃ কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়াসম্পাদন করে বা ক্রিয়ানিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায়, তাকে করণকারক বলে।

ক্রিয়াকে কার দ্বারা, কী দিয়ে, কার সাহায্যে ইত্যাদি কোনোভাবে প্রশ্ন করে যে-উত্তর পাওয়া যায়, তাই করণকারক।

সাধারণত করণকারক বোঝাতে 'এ', 'তে', 'এতে' প্রভৃতি বিভক্তি এবং 'দিয়ে', 'দিয়া', 'দ্বারা', 'কর্তৃক', করে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ টাকায় কী না হয়— করণকারকে 'য়' বিভক্তি।

পেনসিল দ্বারা একাজ হবে না— করণকারকে 'দ্বারা' বিভক্তি।

সমস্ত পথ গাড়িতে এলাম— করণকারকে 'তে' বিভক্তি।

ছেলেরা ফুটবল খেলছে— করণকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

অবনীন্দ্রনাথ কলম দিয়ে ছবি আঁকছেন— করণকারকে 'দিয়ে' বিভক্তি।

অপাদান কারক ঃ কোনোকিছু থেকে চ্যুত, বিচ্যুত, নিঃসরণ, অপসারণ, পতন, বিরাম, সৃষ্টি, ভয়, গ্রহণ, যুক্তি, রক্ষণ, উৎপাদন ইত্যাদি প্রকাশিত হলে যে কারক হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

ক্রিয়াকে যদি কোথা থেকে, কোথা হইতে, কোথা হতে, প্রশ্ন করা হয় তাহলে সেটি অপাদান কারক হয়।

অপাদান কারকের জন্য বাংলায় নির্দিষ্ট কোনো বিভক্তি নেই। অ (শূন্য), কে, এ, য়, তে, র/এর কোনো বিভক্তিসহ একাধিক অনুসর্গ অপাদান কারকে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ কলকাতা ফিরে এলাম — অপাদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

বিপদে মোরে রক্ষা করো — অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি।

ছাদ থেকে জল পড়ছে — অপাদান কারকে 'থেকে' অনুসর্গ।

ভারতের চেয়ে মহান দেশ আর নেই —অপাদান কারকে, 'চেয়ে' অনুসর্গ।

টাকায় টাকা লাভ — অপাদান করকে 'য়' বিভক্তি।

অধিকরণ কারক ঃ বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া সম্পাদনকে ঘিরে অর্থাৎ কীভাবে ক্রিয়াটি করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে কিছু পদকে আশ্রয় করে ক্রিয়াটির স্থান, সময়, বিষয় বা ভাব ফুটে ওঠে।

যে স্থানে, সময়ে, বিষয়ে বা ভাবে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, ক্রিয়ার সেই আধারকে অধিকরণ কারক বলে।

বাক্যের ক্রিয়াপদের কাছে-কবে, কখন, কোথায়, কীসে, কোন্ বিষয়ে ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারকে অ (শূন্য), কে, এ, য়, তে, র/এর বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ।

উদাহরণ ঃ আমি শুক্রবার যাবো— অধিকরণ কারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

বারান্দায় রোদ্দুর এসেছে — অধিকরণ কারকে 'য়' বিভক্তি।

আমি অঙ্কে খুব কাঁচা — অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

নদীতে কুমির থাকে — অধিকরণ কারকে 'তে' বিভক্তি।

জলের মাছ ধরা কঠিন — অধিকরণ কারকে 'এর' বিভক্তি।

নিমিত্তকারক ঃ বাক্যে কারও নিমিত্তে, জন্যে, কারণে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্রিয়া সম্পাদন হলে তাকে নিমিত্ত কারক বলে।

ক্রিয়া সম্পর্কে 'কাকে', 'কেন', 'কী জন্য' বা 'কিসের নিমিত্ত' বা 'কার উদ্দেশ্যে' প্রশ্ন করলে উত্তরে যে পদ পাওয়া যায় তাই নিমিত্তকারক।

নিমিত্ত কারকের নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। তবে অ (শূন্য), কে/রে, র/এর, এ, এবং অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে হবে — নিমিত্ত কারকে 'জন্য' অনুসর্গ।

দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে — নিমিত্ত কারকে 'র' বিভক্তি।

রাজা শিকারে গেলেন — নিমিত্ত কারকে 'এ' বিভক্তি।

তৃষ্ণার্তকে জল দাও — নিমিত্তকারকে 'কে' বিভক্তি।

অ–কারক সম্বন্ধ পদ ঃ বাক্যের যে সব পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, সেই পদগুলো ক্রিয়ার সঙ্গে কারক সম্পর্ক তৈরি করতে পদের সম্পর্ক থাকতে পারে। এই সম্পর্কগুলোকেই বলে অ-কারক সম্পর্ক। সম্বন্ধ পদে সাধারণত 'র' এবং 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়।

উদাহরণ ঃ আমার ভাই, রমার বাবা — 'র' বিভক্তি।

বাঘের ছাল, পশমের শাল — 'এর' বিভক্তি।

পিতার পুত্র, অশিক্ষার অভিশাপ — 'র' বিভক্তি।

কলমের খোঁচায় সব শেষ — অ-কারক সম্বন্ধ পদে 'র' বিভক্তি।

সম্বোধন পদ ঃ যে পদের দ্বারা কাউকে ডাকা হয় বা কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয়, সেই পদকে বলা হয় সম্বোধন পদ।

যেমন— ওরে, এবার উঠে পড়।

হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে।

মহাশয়, আপনার পত্র পাইলাম।

সম্বোধন পদকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে কিছু অব্যয় পদ কখনও বাক্যের নির্দিষ্ট পদের আগে বা পরে ব্যবহার করা হয়। এই অব্যয়গুলো হল — অ, অয়ি, ওহে, আরে, এই, এই যে, ওগো, ওহে, হ্যাঁরে ইত্যাদি।

বিভক্তি ঃ শব্দ বা ধাতুকে বাক্যে ব্যবহারের জন্য তাদের সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়, তাকে বিভক্তি বলে।

বিভক্তি দুই প্রকার— শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি।

বিভক্তির উদাহরণ ঃ অ (শূন্য), এ, য়, তে, কে, রে, এরে, র, এর।

কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো ঃ

১। প্রফুল্ল কাঙালের মেয়ে।

উত্তর ঃ

২। তিনি বিদেশ থেকে এসেছেন।

উত্তর ঃ

৩। শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন।

উত্তর ঃ

৪। সকলে প্রাণের ভয়ে ছুটছে।

উত্তর ঃ

৫। দুইভাই প্রণাম করিল করপুটে।

উত্তর ঃ

৬। ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে।

উত্তর ঃ

৭। আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি।

উত্তর ঃ

৮। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

উত্তর ঃ

৯। জমি থেকে ফসল পাই।

উত্তর ঃ

১০। বনে বাঘ আছে।

উত্তর ঃ

১১। সবিনয় সব হয়।

উত্তর ঃ

১২। বাড়িতে কেউ নেই।

উত্তর ঃ

১৩। ঘোড়া গাড়ি টানে।

উত্তর ঃ

১৪। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

উত্তর ঃ

১৫। মাটিতে মূর্তি গড়া হয়।

উত্তর ঃ

চ. এক পদীকরণ

একাধিক পদ দ্বারা প্রকাশিত কোনো ভাবকে প্রয়োজনমতো একটি পদে প্রকাশ করাকেই বলা হয় একপদীকরণ।

একপদীকরণ করো ঃ

১। অনুকরণ করার ইচ্ছা—

২। আহ্বান করছেন যিনি—

৩। আবহামানকাল ধরে প্রচলিত যা—

৪। অক্ষর জ্ঞান আয়ত্তে যার—

৫। উদ্দাম নৃত্য—

৬। আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে—

৭। ঈষৎ উষ্ণ—

৮। কীর্তি যিনি অর্জন করেছেন—

৯। উইয়ের ঢিবি—

১০। ঈশ্বরের বিশ্বাস নেই যার—

১১। উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার—

১২। এক কোশ জল—

১৩। কুকুরের ডাক—

১৪। আগে যা শোনা যায়নি—

১৫। অজানাকে জানার আগ্রহ—

১৬। ঋণ দেয় যে—

১৭। উঁচু নীচু স্থান—

১৮। অতি দীর্ঘ নয়—

১৯। আগুনের ফুলকি—

২০। অশ্বের ডাক—

২১। অভিনন্দন সহ ভাষণ—

২২। অতিক্রম করা অসাধ্য—

২৩। এক কোশ জল—

২৪। ক্রমশ উঁচু যে পথ—

২৫। কাঁচের তৈরি বাড়ি—

নির্মিতি

প্রবন্ধ

wet `t
cwZwU ce‡Üi c‡q›U¸wj †`lqv n‡q‡Q|
wk¶v_xiv c‡q›U¸wj Z_¨mn we‡kølY Ki‡jB cY¨v½ ce‡Ü cwiYZ n‡e|

1. wÎcivi cvKwZK †mš›`h

- fwgKv - Ae¯vb I gvbwPÎMZ i¡c - cvnvo-ce‡Z wÎciv - wÎcivi b` b`x - Ai‡Y¨i †kvfv - AiY¨cvYx - wewfb FZ‡Z wÎcivi cKwZ - cvnv‡oi Mv‡q SiYvaviv - evnvox d‡ji mgv‡ivn - Aci¡c `k¨ eogovi Pov - wÎcivi †QvU †QvU cvKwZK n` - Zx_g‡Li ^bmwMK †kvfv - cvKwZK †÷wWqvg - Ab¨vb¨ cvKwZK `kbxq ¯vb - Dcmsnvi

2. wÎcivi AiY¨ I AiY¨cvYx

- fwgKv - AiY¨ M‡o IVvi KviY - AiY¨fwgi cwigvb - Ai‡Y¨i aiY - Ai‡Y¨i MvQcvjv - MvQcvjvi e¨envi - Ai‡Y¨i evk I †eZ - evk †e‡Zi e¨envi - Qb-Dj-djSvo - Ab¨vb¨ AiY¨ m¤ú` - AiY¨ cvYx - Ai‡Y¨i cwL I mixmc - AiY¨ cvYx msi¶‡Y Afqvi Y¨ - e‡bvbqY I ebvqY K‡cv‡imb - Dcmsnvi

3. wÎcivi Drme I ‡gjv

- fwgKv - Drm‡ei DrcwË - wÎcivq Drm‡ei DrcwË - Mwoqv cRv - LviwP cRv - †Ki cRv - weS Drme - M½v cRv - `MvcRv - †`lqvjx cRv - evOwj‡`i cRv - Ab¨vb¨ m¤c`v‡qi Drme - wÎcivi Ab¨vb¨ Drme - wkí-weÁvb I eB‡gjv - Dcmsnvi

4. wÎcvi †hvMv‡hvM e¨e¯v I †ijm¤cmviY

- fwgKv - ¯vaxbZvi c‡e †hvMv‡hvM e¨e¯v - ¯vaxbZv jv‡fi ci †hvMv‡hvM e¨e¯v - †hvMv‡hvM e¨e¯vi AbMmiZvi KviY - †hvMv‡hvM e¨e¯vi Dbqb - moK c‡_ †hvMv‡hvM e¨e¯v - AvKvk c‡_ †hvMv‡hvM e¨e¯v - †ijc‡_ †hvMv‡hvM e¨e¯v - †ij m¤cmvi‡Yi m¤vebv - †ijc‡_ †hvMv‡hvM e¨e¯v - †hvMv‡hvM e¨e¯vq cwZeÜKZv - †hvMv‡hvM e¨e¯v m¤cmvi‡Yi Avek¨KZv - hvbevn‡bi Ae¨e¯v - miKwi D‡`¨vM - Dcmsnvi

5. wÎcvi chUb wkí I fwel¨r m¤vebv

- fwgKv - chUb ¯vb wn‡m‡e ivRcvmv` - chUb ¯vb wn‡m‡e wmcvnxRjv - chUb ¯vb wn‡m‡e Eb‡KwU - chUb ¯vb wn‡m‡e wcjvK - chUb ¯vb wn‡m‡e bxignj - chUb ¯vb wn‡m‡e PZ`k †`eZv gw›`i - chUb ¯vb wn‡m‡e W¤iZx_ - chUb ¯vb wn‡m‡e gw›`iNvU I bwi‡KjKÄ - chUb ¯vb wn‡m‡e wÎc‡ikix gw›`i - chUb ¯vb wn‡m‡e R¤úB - chUb ¯vb wn‡m‡e Zòv AfqviY¨ - Ab¨vb¨ `kbxq ¯vb - wÎcvi chUb wkí‡K›` - wÎcvq †`kx I we‡`kx chUK - chUb wkí weKv‡k cwZeÜKZv - chUb wk‡íi m¤vebv - miKwi D‡`¨vM - Dcmsnvi

6. wÎcvi cvKwZK m¤ú` I Zvi e¨envi,

7. wÎcvi wk‡ívbqb mgm¨v t cwZKvi I m¤vebv,

8. wÎcvi FZ ^ewPÎ¨,

9. AÜZ - AÁZv - Kms¯vi `ixKi‡Y weÁv‡bi fwgKv,

10. cwi‡ek `lY I Zvi cwZKvi,

11. QvÎ Rxe‡b †Ljvajvi ¸iæZ/ c‡qvRbxqZv,

12. ^`bw›`b Rxe‡b weÁv‡bi cfve,

13. †Zvgvi wcq mwnwZ¨K,

14. gv`vi †U‡iRv - GK gnxqmx bvix,

15. i³`vb Rxeb `vb / i³`vb t GK gnvb KZe¨,

16. ¯vgx we‡eKvb›` t GKRb gnvciæl,

17. AvšÍRwZK gvZfvlvw`em,

18. wÎcvi †jvKms¯‹Z,

19. gnvZ¥v MwÜ|

20. wÎcvi Drme I †gjv|

ভাব-সম্প্রসারণ

ভাবসম্প্রসারণ ঃ সংক্ষিপ্ত কোনো গদ্য বা পদ্য রচনার ভাববস্তুকে সম্প্রসারিত করে সুন্দরভাবে পরিবেশন করার নাম ভাবসম্প্রসারণ।

➢ **ভাব সম্প্রসারণ নিম্নরূপ ঃ**

- যে গদ্য বা পদ্য রচনাটি ভাবসম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হবে সেটি একাধিকবার মন দিয়ে পড়ে রচনাটির মূলভাব সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিতে হবে।
- প্রদত্ত রচনাটির রচয়িতার নাম জানা থাকলেও ভাবসম্প্রসারণের সময় তা উল্লেখ করা উচিত নয়।
- ভাবসম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত অংশের মূল ভাবটি প্রথমে পরিষ্কার করে উপস্থাপিত করতে হবে। তারপর সেই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করে বিস্তৃত করতে হবে।
- মূলভাবটিকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনে কোনো বাগ্‌ধারা বা প্রবচন বা উদ্ধৃতি বা উপমা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে আয়তনের তারতম্য ঘটতে পারে।
- ভাবসম্প্রসারণের ভাষা হবে যথাসম্ভব সহজ সরল। বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ভাষায় গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারার মধ্যেই আছে যথার্থ সার্থকতা।

ভাবসম্প্রসারণের উদাহরণ ঃ

"উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,

তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।"

সাধারণ অর্থ ঃ উত্তম মানুষ নিশ্চিন্ত মনে অধম ব্যক্তির সঙ্গে পথ চলেন। মধ্যম ব্যক্তি অধম মানুষ থেকে দূরে থাকেন।

ভাবসম্প্রসারণ ঃ যে সত্যই উত্তম; অধমের সঙ্গ সে এড়াতে চায় না। কারণ নিজের ওপর তার আস্থা আছে। অধমের দোষ তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। সে ভালোভাবেই জানে অধমের সঙ্গ যে এড়াতে চায় সেই মধ্যম, আদৌ উত্তম নয়। কারণ অধমের দোষ তাকে স্পর্শ করবে বলে তার কাছ থেকে তফাতে চলতে দেয়। সমাজ জীবনে নানারকম লোক আছে, ভালোও যেমন আছে তেমনি মন্দও আছে। মন্দের

সংস্পর্শে এলে আমি মন্দ হয়ে যাব, এমন মনোভাব পরিহার করে নিজের চরিত্রের ওপর আস্থা রেখে, সকলের সঙ্গেই অসংকোচে মিলতে হবে। অধমকে অস্পৃশ্য মনে করা ভুল, কারণ তাকেও মহৎ শিক্ষা দিয়ে উত্তম করে তোলা যায়। উত্তমের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, তাই অধমের সঙ্গে সে নির্দ্বিধায় চলছে। তার মহৎ সান্নিধ্যে অধমেরও মানসিক উত্তরণ ঘটে। এককথায়, সকলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলাই উত্তম পথ।

ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ

১। ছোটো ছোটো বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

উত্তর ঃ

২। এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

উত্তর ঃ

৩। উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

উত্তর ঃ

৪। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

উত্তর ঃ

৫। বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

উত্তর ঃ

৬। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

উত্তর ঃ

৭। জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণপূত কর্মে।

উত্তর ঃ

৮। শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।

উত্তর ঃ

৯। অর্থ সম্পদের বিনাশ আছে, কিন্তু জ্ঞান সম্পদ কখনও বিনষ্ঠ হয় না।

উত্তর ঃ

১০। চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি।

উত্তর ঃ

পত্র রচনা

মানবজীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল চিঠিপত্র। লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম হল চিঠি বা পত্র। বিষয় অনুযায়ী চিঠি বা পত্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—

১। ব্যক্তিগত পত্র।

২। আবেদন পত্র।

৩। সামাজিক পত্র।

৪। বৈষয়িক পত্র।

১। **ব্যক্তিগত পত্র ঃ** ব্যক্তিগত পত্র লেখার সাধারণ নিয়ম হল— শিরোনাম, সম্ভাষণ, বক্তব্য, বিদায় সম্ভাষণ, প্রেরকের নাম ও স্বাক্ষর এই অংশগুলো থাকবে। ভেতরে এবং বাইরে পত্র প্রাপকের নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। সাধারণত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে যেসব চিঠি লেখা হয় তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে।

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে বাবার কাছে পত্র লেখো।

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

১৬.৬.২০২১ইং

শ্রীচরণেষু,

বাবা, পত্রে প্রথমে আমার প্রণাম নেবেন। মা ও দাদাকে আমার প্রণাম জানাবেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন।

এ বছর আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল গতকাল বেরিয়েছে। শুনে খুশি হবেন আমি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। প্রথম স্থান যে অধিকার করেছে তার থেকে ১০ নম্বর কম। কারণ আমার অঙ্কটা একটু খারাপ হয়েছে। তাই এ বছর অঙ্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নতুন বই স্কুল থেকে দিয়েছে এবং ক্লাসও শুরু হয়ে যাচ্ছে। তাই সামনে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি আসবো।

আমি ভালো আছি। তুমি ও মা শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আজ আর বিশেষ কিছু লিখছিনা। সবাইকে আবারও প্রণাম জানিয়ে আমার পত্র এখানেই শেষ করছি।

ইতি

তোমার স্নেহের

সাগর।

	ডাক টিকিট
প্রেরক,	প্রযত্নে, বাবার নাম ..... ঠিকানা ঃ ..... দক্ষিণ ত্রিপুরা।

নিজে করো ঃ **মান—৫**

১। বনমহোৎসব নিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

.....

.....

২। একটি মেলার বর্ণনা দিয়ে ছোটো ভাইয়ের কাছে পত্র লেখো।

.....

.....

৩। তোমার বন্ধুকে তার সংগীত প্রতিযোগিতার সাফল্যের অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখো।

.....

.....

৪। প্রথম সমুদ্র দেখার উচ্ছ্বাস জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো।

.....

.....

৫। কোনো শৈল শহরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মা-র কাছে পত্র লেখো।

.....

২। **আবেদনপত্র ঃ** যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে যে কোনো ব্যাপারে যে পত্র লেখা হয় তাই আবেদন পত্র।

আকস্মিক অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটির জন্য আবেদন পত্র।

মাননীয়, প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু,

বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল,

সিপাহীজলা।

বিষয় ঃ অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় ঘন্টার পর ছুটির আবেদনপত্র।

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পাঠরত একজন ছাত্র। আজ স্কুলে আসার পর হঠাৎ গায়ে জ্বর এসে যাওয়ায় শারীরিক অসুস্থতাবোধ করছি। এই অবস্থায় ক্লাসে বসে পড়াশুনার কাজ করতে পারছি না। ফলে আমি দ্বিতীয় ঘন্টার পর চিকিৎসার জন্য বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

অতএব, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক অসুস্থতার জন্য আমাকে দ্বিতীয় ঘন্টার পর ছুটি মঞ্জুর করে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত ছাত্র

সাগর সূত্রধর

নবম শ্রেণি, বিভাগ-ক

সিপাহীজলা

১৪/০৬/২০২১

নিজে করো ঃ **মান—৫**

১। বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন পত্র লেখ।

.....

.....

২। বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লেখো।

.....

.....

৩। তোমার অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনপত্র লেখো।

.....

.....

৩। **সামাজিক পত্র ঃ** বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণপত্র, কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ প্রভৃতিকে বলা হয় সামাজিক পত্র।

সরস্বতী পূজোর আমন্ত্রণ পত্র লেখো।

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ১০ মাঘ বুধবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আমাদের বিদ্যালয়ে বাগ্‌দেবী বীণাপানির আরাধনা করা হবে। দেবী সরস্বতীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং আপনাদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসব মুখর হয়ে উঠুক।

আপনি/আপনারা সবান্ধবে উক্ত দিনে আমাদের বিদ্যালয়ে শুভাগমন করে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ গ্রহণ ও সন্ধ্যা আরতিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের শ্বেতবন্দনা অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

পত্রযোগে নিমন্ত্রণজনিত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ইতি

আপনার অনুগত ছাত্র

সাগর রায়

নবম শ্রেণি, বিভাগ-ক

সিপাহীজলা

৮ মাঘ, ১৪২৮

নিজে করো ঃ **মান—৫**

১। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্মজীবনের অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে একটি বিদায় সংবর্ধনা পত্র লেখো।

.....

২। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখো।

.....

৪। **বৈষয়িক পত্র ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে যেসব পত্রের আদান প্রদান করা হয় সেগুলোকে বৈষয়িক বা বাণিজ্যিক পত্র বলে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি একটি চিন্তনীয় বিষয়। এই ভাবনাটি প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখো।

মাননীয়,

সম্পাদক মহাশয়,

দৈনিক সংবাদ

আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

বিষয় ঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সমস্যা জানিয়ে আবেদনপত্র।

সবিনয় নিবেদন,

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রে এনিয়ে অনেক লেখালেখি দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব এবং সাধারণ পরিবারভূক্ত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হলেও মানুষের আয় সেভাবে বাড়ছে না। যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন নির্বাহ বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছে।

অতএব, মহাশয়ের কাছে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমরা এই ভাবনাটি আপনার সংবাদপত্রের 'জনমত' বিভাগে প্রকাশ করলে আমি খুব আনন্দিত ও উৎসাহ বোধ করবো।

নমস্কারান্তে

আগরতলা,
১০-০৬-২০২১

সায়ন দাস
জয়নগর, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা।

নিজে করো ঃ **মান—৫**

১। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় যানজট থেকে অব্যাহতির জন্য এলাকার ট্র্যাফিক প্রধানের কাছে আবেদনপত্র।

.....

২। সামান্য বৃষ্টির জল জমে আগরতলার শহরবাসীর জীবন অচল হয়ে পড়ে— এ বিষয়ে পৌর প্রধানের কাছে আবেদনপত্র লেখো।

.....

৩। তোমার এলাকায় রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন— এ বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র লেখো।

.....

প্রতিবেদন রচনা

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুসন্ধানের পর জনসাধারণকে অবগতি করার জন্য কোনো সংবাদের লিখিত রূপকেই বলা হয় প্রতিবেদন। প্রতিবেদন শব্দের ইংরেজি পারিভাষিক অর্থ হল Report আর প্রতিবেদন যিনি লেখেন তাকে বলা হয় প্রতিবেদক, যার ইংরেজি পরিভাষিক Reporter। প্রতিটি প্রতিবেদনের মূলত: তিনটি অংশ-সংবাদ শিরোনাম, মূল সংবাদ ও উপসংহার। প্রতিটি প্রতিবেদনে স্থান ও তারিখ অবশ্যই দিতে হবে।

১। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিশ্রামগঞ্জ, ১৫ জুন ২০২১

বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের NSS এর পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের অভিভাবক মন্ডলী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে সুষ্ঠভাবে এই মহৎ উদ্যোগটি সুসম্পন্ন হয়।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। সকাল ন-টা থেকে রক্ত সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। আগরতলা থেকে রক্ত সরবরাহকারী দল এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রক্তদানের কাজ শুরু করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা মিলে মোট ১০০ জন রক্ত দান করেন। রক্তদাতাদের জন্য পুষ্টিকর জল খাবারের ব্যবস্থা করা হয় বিদ্যালয়ের NSS এর পক্ষ থেকে।

এই রক্তদান শিবিরের ফলে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। তারা অনুপ্রাণীত হয়েছে রক্ত দানের মতো মহৎকার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য। বেলা তিনটের সময় এই রক্ত সংগ্রহ পর্ব শেষ হলে এই মহতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

.....

২। এক পথ দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদন রচনা করো।

.....

৩। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

.....

৪। 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ও পরিবেশ সচেতনার বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

.....

নমুনা প্রশ্ন

ক-বিভাগ

১। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বছর পূর্ণ হয়নি, সবে উপনয়ন হয়েছে। তখন পিতৃদেবের ডাক পেয়ে তাঁর সঙ্গে বেরলেন হিমালয় যাত্রায়। পথে যাত্রাভঙ্গ করে নামলেন বোলপুর স্টেশন। উদ্দেশ্য, পিতৃদেবের সাধনাশ্রম শান্তিনিকেতন দর্শন। বোলপুর স্টেশনে ট্রেন যখন এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়। পালকিতে চড়ে পিতাপুত্র বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন। এখানে আসার আগে বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে বোলপুর-শান্তিনিকেতন ছিল এক বিস্ময়ের ব্যাপার। তাঁর ভাগ্নে সত্য প্রসাদের কাছে তিনি এই স্থান সম্পর্কে নানা রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছিলেন। শান্তি নিকেতনে পৌঁছবার আগেই যাতে সব কিছু দেখার আনন্দ শেষ না হয়ে যায় সে কথা স্মরণ করে পালকিতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই চোখ বন্ধ করে রইলেন।

ক) রবীন্দ্রনাথ পিতার সাথে কোথায় যাবার জন্য বেরলেন?

খ) পথে যাত্রাভঙ্গ করে কোথায় নামলেন?

গ) কখন এসে ট্রেনটি বোলপুর স্টেশনে পৌঁছল?

ঘ) সত্যপ্রসাদ কে?

ঙ) পালকিতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি করলেন?

খ-বিভাগ ৫ × ১ = ৫

২। একটি শিশুকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুমি সাহসিকতার পুরস্কার পেয়েছ, তোমার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

অথবা

তোমার বিদ্যালয়ে একটি রক্তদান শিবির হয়ে গেছে, এই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

৩। যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো (১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে) ঃ ৮ × ১ = ৮

ক) ত্রিপুরার কুটির শিল্প

খ) মোবাইলের সুফল ও কুফল

গ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

গ-বিভাগ

৪। পদ পরিবর্তন করো ঃ ১ × ৪ = ৪

জল, নগর, দেশ, দর্শন।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ ১ × ৪ = ৪

রবীন্দ্র, পলান্ন, স্বাধীন, নিরীক্ষণ।

৬। একটি করে উদাহরণ দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

স্পর্শবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, নাসিক্যবর্ণ, উষ্মবর্ণ।

৭। অ) স্বরধ্বনির দুটো বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

আ) ব্যঞ্জনধ্বনির দুটো বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

৮। সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও ঃ ২ + ২ = ৪

অল্পপ্রাণ ধ্বনি, তালব্যবর্ণ।

৯। অ) বর্ণ ও ধ্বনি মূলত কী? ২ + ২ = ৪

আ) স্বরসন্ধি বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করো।

ঘ-বিভাগ

১০। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১ × ৮ = ৮

ক) "আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কী?"

— 'আমি' বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে।

খ) "ছুটির দেশ" রচনাটির রচয়িতা কে?

গ) 'ফটক' শব্দের অর্থ কি?

ঘ) 'আমরা রেললাইন পেরিয়ে যাব এখন'— 'আমরা এখানে কারা?

ঙ) অপুর দিদির নাম কি?

চ) প্রফুল্লের শ্বশুর কে?

ছ) 'আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়?— কার কথা বলা হয়েছে?

জ) একবার অপু কার সাথে রেলের রাস্তা দেখার জন্য গিয়েছিল?

১১। সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ ১ × ৬ = ৬

ক) রেলগাড়ি আসবে—

অ) বিকেলবেলা আ) দুপুর বেলা ই) সকাল বেলা ঈ) সন্ধ্যা বেলা

খ) সন্ধ্যেবেলায় বাজি পোড়ানো হবে—

অ) রোসদের বাড়িতে আ) দাসোদের বাড়িতে ই) করদের বাড়িতে ঈ) কর্মকার বাড়িতে

গ) প্রফুল্লের শ্বশুরালয় হল—

অ) বরেন্দ্রভূমে আ) নিশ্চিন্দিপুরে ই) কলকাতায় ঈ) রাঙ্গামাটিতে

ঘ) বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া—

অ) ছেলেদের দখলে আ) শিশুদের দখলে ই) মেয়েদের দখলে ঈ) বয়স্কদের দখলে

ঙ) "দুই অক্ষৌহিনী ঘোড়া না পারে রাখিতে"—

অ) ঘোড়াটি রাগি আ) ঘোড়াটি চঞ্চল ই) সেনারা অদক্ষ ঈ) ঘোড়াটি উন্মাদ

চ) 'বঙ্গমাতা' কবিতার কবি হলেন—

অ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আ) কৃত্তিবাস ওঝা ই) কামিনী রায় ঈ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

১২। 'অচেনার আনন্দ' রচনাটি অবলম্বনে অপুর যে চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে লেখো। ৫

অথবা

"সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না।"

অ) উদ্ধৃতাংশের উৎস কি?

আ) কার কথা বলা হয়েছে?

ই) কেন সকল দিক কুলান করিতে পারলেন না— বুঝিয়ে লেখো।

১৩। "সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে"— ১ + ১ + ৩ = ৫

অ) লেখক কে?

আ) কার কথা বলা হয়েছে?

ই) প্রসঙ্গ সহ বুঝিয়ে দাও।

অথবা

"অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই"

অ) কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন?

আ) উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩ = ৫

১৪। "ধনুর্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে"— ১ + ১ + ৩ = ৫

অ) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

আ) কবি কে?

ই) উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১ + ১ + ৩ = ৫

অথবা

'বঙ্গমাতা' কবিতাটির উৎস কি? কবিতাটির মূলবিষয়বস্তু সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

১৫। "ছাড়পত্র" কবিতাটির কবি কে? কবি কবিতাটির মধ্য দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে লেখো। ১ + ৪ = ৫

অথবা

"মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে"

অ) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ।

আ) কাদের মানুষ হতে দিতে বলা হয়েছে?

ই) কীভাবে তারা মানুষ হবে? ১ + ১ + ৩ = ৫

১৬। "আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি"

অ) কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে?

আ) পাঁচন তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য কি তা লেখো। ১ + ৩ = ৪

অথবা

"কেমন তোমাদের শখ মিটিয়াছে?"

অ) বক্তা কে?

আ) কোন্ রচনার অংশ?

ই) কীভাবে তাদের শখ মিটেছিল? ১ + ১ + ২ = ৪

নোট